আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থা

সংকলন

মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্

ওয়াকীলে আলা

তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

বাংলাদেশ

আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থা

সংকলন
মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্
ওয়াকীলে আলা
তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

ভাষান্তর
আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

প্রকাশক
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশনায় ঃ
মাহবুব হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশ :
জমাঃ আউয়াল, ১৪২৮ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
জুন, ২০০৭ খ্রীস্টাব্দ

দুই হাজার কপি

মুদ্রণে
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

শূরা একটি ঐশী ব্যবস্থা। খিলাফতের সাথে এটা সর্বেব সম্পৃক্ত। যুগ-খলীফা এর মাধ্যমে মু'মিনদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়ে থাকেন। পরামর্শের জন্যে একবার নির্বাচিত/ মনোনীত হলে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। পরামর্শ সভায় উপস্থিত হয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে শূরার নিয়ম কানুন ও পন্থা পদ্ধতি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত না হলে এ ঐশী দায়িত্ব পালন সঠিকভাবে সম্ভব হতে পারে না।

তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানের ওয়াকীলে আলা মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেব শূরার নিয়ম কানুন সম্বলিত একটি লেখা সংকলন করেছেন। আল্হাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান এটা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং পাক্ষিক আহমদীতে এটা প্রকাশিতও হয়েছিল। এখন এটা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলা পুনরায় এটা উর্দূর সাথে মিলিয়ে দেখে দিয়েছেন। শূরার দায়িত্ব পালনার্থে এ পুস্তিকাখানা সংশ্লিষ্ট সবাইর খুব কাজ দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা যেভাবে অবদান রেখেছেন আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

অনুবাদকের দু'টি কথা

মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম। ইহা নবুওয়ত এবং এর অবর্তমানে খিলাফতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়তে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক (সূরাতু আলে ইমরানঃ ১৬০ ও সূরাতুল শূরা : ৩৯) মু'মিন সমাজের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) মজলিসে শূরাকে আনুষ্ঠনিকভাবে কাঠামোগত রূপ দান করেন। শূরার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- লা খিলাফাতা ইল্লা আন্ মাশওয়ারাতিন- পরামর্শ খিলাফত ছাড়া হতে পারে না। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে এ শূরা কার্যকারী ছিল। মজলিসে শূরার মাধ্যমে খলীফার প্রতি ন্যস্ত আমানতের দায়িত্ব পালনে মু'মিন সমাজও অংশীদার হয়।

মজলিসে শূরা তথাকথিত কোন আইন সভা বা পার্লামেন্ট নয়। এখানে কোন বিরোধী দল বা ওয়াক আউট নেই। এখানে পরামর্শ চাওয়া হয়। স্বেচ্ছায় পরামর্শ দেয়ার সুযোগ এখানে নেই। মু'মিন সমাজ এক দেহ এক মন হয়ে খিলাফতের আহ্বানে নির্ধারিত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এখানে কূট-সমালোচনা বা বিরোধিতার অবকাশ নেই। ব্যক্তি-স্বার্থকে পিছনে ফেলে এখানে সামগ্রিক উন্নতি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে আছে অতীতের পর্যালোচনা, বর্তমানের জন্যে দোয়া এবং ভবিষ্যতের জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। তাকওয়া ও খোদা-ভীতিকেই এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়। বড়ই আশ্চর্য লাগে যখন দেখি খিলাফত ছাড়াও কোন কোন দল বা গোষ্ঠী মজলিসে শূরা করে থাকেন এবং এটাকে পার্লামেন্টের স্থলাভিষিক্ত মনে করে থাকেন। অথচ মজলিসে শূরা খিলাফতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং খিলাফত ছাড়া কোন মজলিসে শূরার অস্তিত্ব মহান আল্লাহ্ ও রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয় সাল্লামের শিক্ষা থেকে পাওয়া যায় না। ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফতে আলা মিন হাজিন নবুওয়্যত প্রতিষ্ঠার পরেই পুনঃ এ শূরার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার কথা।

হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ে আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফযলে উমর মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে রীতিমত মজলিসে শূরার প্রবর্তন করেন।

তখন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মজলিসে শূরা কার্যকরী রয়েছে। আহমদীয়তের সত্যতার এটাও উজ্জ্বল এক নিদর্শনরূপে প্রতীয়মান। প্রতিচ্ছায়ারূপে দেশে দেশে জাতীয় পর্যায়েও এই মজলিস দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরী রয়েছে। খলীফায়ে ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাই সর্বদা শূরার সব প্রস্তাব অনুমোদন করতে তিনি বাধ্য নন। মু'মিন সমাজের কল্যাণের তাগিদে তিনি এর অংশবিশেষ বা সবটা নাকচ করারও এক্তিয়ার রাখেন। পরবর্তীকালে খলীফায়ে ওয়াক্তের এ পদক্ষেপ মু'মিন সমাজের জন্যে সুফলদায়ক সাব্যস্ত হয়েছে। ইসলামের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

মজলিসে শূরার সর্বাঙ্গীন সুফল এবং স্থায়ীত্ব কামনা করে দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তাআলা গোটা দুনিয়ার মানব সমাজকে মজলিসে শূরার পদ্ধতি উপলব্ধি ও অবলম্বন করার এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। এ ব্যবস্থা অবলম্বনে বর্তমান বিশ্ব স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রের লাগামহীন কুফল থেকে যে রক্ষা পেতে পারে সে কথা জোর দিয়ে বলা যায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর তাহরীকগুলোর মাঝে এটাও একটি যেন শূরার বিষয়গুলো পুস্তকাকারে ছাপনো হয়। তাই আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০০১) মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেবের এ সংকলনটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলে এটা অনুবাদে উৎসাহ রোধ করি। এতে খাকসারকে সাহায্য করেন মরহুম আল্‌হাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী, তদানীন্তন চেয়ারম্যান পাবলিকেশন কমিটি। পাক্ষিক আহমদীতে ধারাবাহিকভাবে এটা প্রকাশিত হয়েছে (মার্চ-জুন ২০০১) সনে। এখন কেন্দ্রের নির্দেশে একে পুস্তক আকারে সন্নিবেশ করা হলো। আল্লাহ্ তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

বিনীত নিবেদক

২০ শে মে, ২০০৭ ঈষ্টাব্দ

মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সূচিপত্র

নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	শূরা সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা	৭
০২	আঁ হযরত (স:) ও তাঁর খলীফাগণের পরামর্শের পদ্ধতি	৮
০৩	জামাতে আহমদীয়া ও শূরার ব্যবস্থা	১৪
০৪	শূরার গুরুত্ব	১৯
০৫	শূরার অবস্থা	২৩
০৬	শূরার ঐতিহ্যসমূহ	২৭
০৭	শূরার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য	২৮
০৮	নাকচকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায়ের দৃষ্টান্ত	৩২
০৯	শূরায় অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যকরণীয়	৩৪
১০	মজলিসে শূরার জন্যে মৌলিক নির্দেশাবলী	৩৮
১১	শূরার নিয়মাবলী ও রীতি-নীতি	৪৩
১২	তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানের বিধি-বিধান	৪৬
১৩	জাতীয় মজলিসে শূরা	৪৭
১৪	অধিবেশন আহ্বান ও আলোচ্যসূচি প্রণয়ন	৪৮
১৫	শূরার সভা পরিচালনার পদ্ধতি	৫০
১৬	শূরা পরবর্তীকালীন বাস্তবায়ন	৫০
১৭	কর্মকর্তাগণের নিযুক্তি ও নির্বাচনের শর্তাবলী	৫১
১৮	অন্যান্য নির্দেশাদি	৫২
১৯	মজলিসে শূরার পদ্ধতি	৫৫
	ক) আলোচ্যসূচি	৫৫
	খ) বাতিলকৃত প্রস্তাব	৫৬
	গ) শূরার আলোচ্যসূচি ও কর্মসূচি	৫৮
	ঘ) সাব-কমিটির আকার আকৃতি	৫৮
	ঙ) সাব-কমিটি ও প্রস্তাব	৫৯
	চ) প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক করার জন্যে নাম প্রস্তাবের পদ্ধতি	৬০
২০	সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত নাকচ করার কয়েকটি ঘটনা	৬১
২১	৩ দিন ব্যাপী মজলিসে শূরার সাধারণ কর্মসূচী	৬৩

আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থা

আহমদী জামাতে খিলাফতের পর মজলিসে শূরা খুবই গুরুত্ব বহন করে। 'খিলাফত ও শূরা... এ দুটোর মাঝে ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার প্রাণ নিহিত'।

[আগামী কয়েক মাস ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিখিল বিশ্ব আহমদী জামাতের মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। শূরার তাৎপর্য, এর নিয়ম-কানুন, এর পদ্ধতি ও সম্মান আর এর উচ্চ ইসলামী ঐতিহ্যসমূহ এবং শূরার প্রতিনিধিবৃন্দের কর্তব্যসমূহ প্রভৃতি এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোকাররম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেব, ওয়াকীলে আলা, তাহরীকে জাদীদ কুরআন মজীদ, হযরত নবী করীম (স:)-এর হাদীসসমূহ, হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ:) ও তাঁর খলীফাগণের (রা:) পবিত্র দৃষ্টান্ত এবং তাঁদের নির্দেশাবলী ও পথ-নির্দেশনা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ প্রবন্ধ সংকলন করেছেন। আমরা জামাতের বন্ধুগণের উপকারার্থে আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালে এটা প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করতে যাচ্ছি।

আমরা আশা করি, জামাতের বন্ধুগণ এবং বিশেষ করে কর্মকর্তাবৃন্দ ও শূরার প্রতিনিধিবৃন্দ কেবল পূর্ণ দৃষ্টি দিয়েই এসব নির্দেশ ও পথ-নির্দেশনা পাঠ করবেন না বরং তারা এগুলোকে তাদের অন্তরে স্থান দিবেন। আর সব সময় নিষ্ঠার সাথে এগুলোর ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবেন। ওয়া বিল্লাহিত্তাওফীকি– আর সামর্থ্য দানের মালিক তো আল্লাহই- সম্পাদক]

কুরআন করীম ইসলামী ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতিসমূহের মাঝে পারস্পরিক পরামর্শকে একটি নীতি হিসেবে বর্ণনা করেছে। যেভাবে বলা হয়েছে :

১। **ওয়া আমরুহুম শূরা বায়নাহুম**– অর্থাৎ এর পদ্ধতি এই, নিজেদের প্রত্যেক কাজ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সাধন করো (সূরাতুশ্ শূরা : ৩৯)।

২। **ফা বিমা রহমাতিম্মিনাল্লাহি লিন্‌তা লাহুম– ওয়া লাও কুনতা ফাযযান গালীযাল কৃলবি লান ফাযযূ মিন হাওলিক– ফা'ফু 'আনহুম ওয়াসতাগফিরলাহুম ওয়া শাবিরহুম ফিল আমরি-ফা ইযা 'আযামতা ফাতাওয়াক্কাল' 'আলালাহ্– ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাত্তয়াক্কিলীনি**– অর্থাৎ অতএব আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপার কারণে তুমি তাদের জন্যে কোমল হৃদয়ের হয়ে গেছো। আর তুমি যদি কর্কশ (ও) কঠিন হৃদয়ের হতে তাহলে তারা অবশ্যই তোমার চারি ধার থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতো। সুতরাং তাদের উপক্ষো কর এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (প্রত্যেক) গরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতএব তুমি (কোন) সিদ্ধান্ত করে নিলে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের ভালবাসেন (সূরাতু আলে ইমরান : ১৬০)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহেও শূরা ও পরামর্শের নীতির গুরত্ব বর্ণনা করা হয়েছে :

১। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (আ:) বর্ণনা করেন,

মা রায়াতু আহাদান আকসারা মাশওয়ারাতান লি আসহাবিহী মির রসূল্লিাহি (স:)

অর্থাৎ আমি হুযুর (স:)-এর চেয়ে অন্য কাউকে নিজ সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করতে দেখিনি (তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ বাবু মা জায়া ফিল্ মাশওয়ারাহ্)।

২। হযরত আলী (রা:) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সকাশে আবেদন করলেন, কখনও কখনও এমন ব্যাপার সম্মুখে এসে যায়, যে প্রসঙ্গে কুরআন করীম বা আপনার সুন্নত (রীতি-নীতি) থেকে জ্ঞান লাভ করা যায় না। এমন অবস্থায় কী করবো? হুযূর (স:) বল্লেন,

ইজমা'উ লাহুল 'আবিদীনা মিন উম্মাতী ওয়াজ'আলুহ বায়নাকুম শূরা ওয়ালা তাক্বযূ বিরায়ই ওয়াহিদিন– অর্থাৎ আমার উম্মতের ইবাদতকারী বান্দাদের এ উদ্দেশ্যে একত্র করে বিষয়টি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করো এবং সিদ্ধান্তের জন্যে কখনও একক ব্যক্তির মতামতের ওপর নির্ভরশীল হয়ো না (দুররে মানুসূর, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০ এবং ই'লামুল মু'ক্বি'ঈনা লি ইবনি কাইইম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪)।

৩। হযরত উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, লা খিলাফাতা ইল্লা 'আন মাশওয়ারাতিন– অর্থাৎ শূরা (পরামর্শ) ছাড়া কোন খিলাফত নেই (কানযুল 'উম্মাল, কিতাবুল খিলাফাতি মাআলআমারাহ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৯)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও খলীফা (রা:)-গণের পরামর্শের পদ্ধতি :

সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) বলেছেন,

১। "আঁ হযরত সল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম অধিক সংখ্যায় পরামর্শের উভয় দিক প্রয়োগ করতেন। তিনি (স:) লোকদের সাথে অনেক পরামর্শ করতেন আবার লোকেরাও তাঁর সাথে খুব বেশি পরামর্শ করতো। আর অন্য দিকে এ বিষয়ও বিশেষভাবে দৃষ্টিতে থাকতো যে, যারা পরামর্শ করতো তাদের প্রতি আল্লাহর আদেশ ছিলো রসূল যখন সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তখন আবার তোমরা এথেকে পরান্মুখ হয়ে সরে পড়ার অধিকার রাখ না। এখন আঁ হযরত (স:)-এর পরামর্শের দু'টি দিক এই, এক তো পরামর্শ দিচ্ছেন, অপরটি নিচ্ছেন। পরামর্শ যখন দিচ্ছেন

তখন পরামর্শ গ্রহীতার এথেকে পরাম্মুখ হওয়ার অধিকারই নেই এবং পরামর্শ যখন নিচ্ছেন তখন তাঁর অধিকার রয়েছে। কেননা, তাঁর চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয় আর কেউ অবহিত ছিলেন না" (জুমুআর খুতবা, ২৭-৩-১৯৯৮)।

২। "আঁ হযরত (স:)-এর জীবনে পরামর্শের যেসব ঘটনা রয়েছে এর বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার তো সময় নেই। কিন্তু এতে সব ধরনের দৃষ্টান্ত মজুদ আছে। কখনও তিনি এক মহিলার পরামর্শ নিচ্ছেন, কখনও কোন কোন সাহাবার সাথে পরামর্শ করছেন, কখনও পুরো জামাতের সাথে পরামর্শ করছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গোটা জামাতের সাথে পরামর্শ করছেন আর পুরো জামাতের সিদ্ধান্তই নাকচ করে দিয়েছেন" (জুমুআর খুতবা ২৯-৩-১৯৯৬)।

৩। "পরামর্শ করেছেন ছোট বড় সবার সাথে এবং পরামর্শের মাঝে এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন, পরামর্শ দেবার যোগ্যতা থাকলেই তার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া হয়। আর যেহেতু সব কাজে সবার যোগ্যতা থাকে না এজন্যে কোন কোন ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ লোককে ডাকা হয় ও পরামর্শ নেয়া হয়। অন্য কাজে অন্য কাউকে ডাকা হয়। কিন্তু এহেন পরামর্শ সভায়, যেভাবে আইনত ও রীতিমত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট নেবার এখন রীতি রয়েছে সে সময়ে এটা প্রচলিত ছিলো না। এটা সময়ের চাহিদানুসারে প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক বিষয় তা-ই যা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (স:)-এর পরামর্শের ধরন ছিলো" (জুমুআর খুতবা ২৮-৩-১৯৯৭)।

৪। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রা:) বলেন,

"এখন আমি রসূলে করীম (স:)-ও খলীফাদের (রা:) যুগের পরামর্শের যে রীতি ছিলো তা বর্ণনা করছি। রসূলে করীম (স:) ও খলীফাগণ (রা:) তিন পদ্ধতিতে পরামর্শ নিতেন :

(ক) যখন পরামর্শযোগ্য কোন বিষয় এসে যেতো তখন এক ব্যক্তি ঘোষণা করতেন যেন লোকেরা সমবেত হয়ে যান। এতে লোকেরা সমবেত হয়ে যেতেন। সাধারণ ঘোষণা হতো এবং লোকেরা সমবেত হয়ে পরামর্শ করে নিতেন এবং বিষয়ের সিদ্ধান্ত রসূলে করীম (স:) বা খলীফাগণ (রা:) দিতেন। সাধারণভাবে এ রীতিই প্রচলিত ছিলো।

(খ) পরামর্শের দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিলো এই, সেসব বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে রসূলে করীম (স:) যোগ্য মনে করতেন তাদের পৃথকভাবে একত্র করে নিতেন, অন্যান্য লোকদের ডাকা হতো না। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ৩০ (ত্রিশ)-বারের কাছাকাছি হবে, রসূলে করীম (স:) এমন সবাইকে এক স্থানে ডেকে পরামর্শ করে নিয়েছেন। কখনও ৩-৪ জনকে ডেকেও পরামর্শ করে নিয়েছেন।

(গ) তৃতীয় পদ্ধতি এই ছিলো, তিনি বিশেষ কোন ব্যাপারে যাতে তিনি মনে করতেন, দু'ব্যক্তিরও একত্র হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় পৃথক পৃথকভাবে পরামর্শ করে নিতেন। প্রথমে একজনকে ডেকে নিতেন। তার সাথে কথা-বার্তা বলে তাকে বিদেয় করে দিতেন। আবার অন্যকে ডেকে নিতেন। এটা সেই সময় হতো, যখন মনে করা হতো সম্ভবত মতভেদের কারণে দু'জনই পরস্পরে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে।

এ তিনটি পদ্ধতি ছিলো পরামর্শের জন্যে এবং তিনটিই নিজ নিজ রঙ্গে খুবই উপকারী। আমি এর সব পদ্ধতিতেই পরামর্শ নিয়ে থাকি" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯২২, পৃষ্ঠা ৬-৭)।

৫। সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) বলেন, "আনুগত্যের সাথে যতটা সম্পর্ক রাখে খিলাফত কেবল খোদার সকাশেই মাথা নোয়ায় না, নিজের পূর্বের উলিল আমর বা আদেশ দেবার অধিকারীর নিকটেও সেভাবে মাথা নত করে যেন চূড়ান্তভাবে নিজ সত্তাকে তার প্রভুর সত্তাতে বিলীন করে দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতএব এটাও এমন একটি বিষয় যাথেকে জানা যায়, খলীফাগণও এ আয়াতের তাৎপর্য এটা বুঝেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর অন্তর্ধানের পর যে কাউকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে আদেশ দেবার অধিকারী বানানো হবে, খোদা সরাসরি যদি বানান তাহলে তিনি ইমাম মাহদী হিসেবে এসেছেন ও চলে গেছেন। কিন্তু এরপর যাকেই খলীফা হিসেবে বানানো হবে তার ওপরও এ আয়াত (সূরাতু আলে ইমরান : ১৬০) প্রযোজ্য হবে। তিনি যখন সিদ্ধান্ত নিবেন অবশ্যই পরামর্শ নিবেন। কিন্তু পরামর্শের পরে সিদ্ধান্ত যুগের খলীফারই অধিকারভুক্ত থাকবে। আর তিনি যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাতে খোদা তাআলার সমর্থন লাভ হবে। আবার তার কাজই হলো তাওয়াক্কাল অর্থাৎ (আল্লাহ্‌র প্রতি) নির্ভরশীলতা আর তিনি তাওয়াক্কাল করলেই এবং তার তাওয়াক্কাল করার মাঝেই তার সিদ্ধান্ত নিহিত থাকবে" (জুমুআর খুতবা, ৩১-৩-১৯৯৫ আল ফযল ইন্টারন্যাশনালের ১৯৯৫ সনের ১৮-২২ মে তারিখের সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

৬। "পরামর্শের রীতি মুসলমানদের মাঝে যে মর্যাদা রাখে এবং যতটা বিস্তারিতভাবে কুরআন মজীদে পাওয়া যায় অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে মুসলমানদের শিখানো হয়েছে এ রীতির কথা বিশ্বের কোন ঐশী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কুরআন করীমের যেসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা রয়েছে এর মাঝে এটাও একটি । পরামর্শসমূহের ও শূরার যে ব্যবস্থা যুগের ইমাম ও মুসলিম উম্মতের উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এর কোন দৃষ্টান্ত বিশ্বের অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না" (জুমুআর খুতবা, ১৩-০৩-১৯৯৫)।

৭। সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৭৩ সনের মুশাভিরাতের সময় বলেন,

'কুরআন করীম বলেছে, **শাবিরহুম**– সবার সাথে পরামর্শ করো। এর দু'টি ধরন। একটি পরামর্শ সারা বছর ধরে চলতে থাকে। আর এরপরও অনেক ধরন রয়েছে। এর একটি ধরন এই, কোন নায়েব বা কোন কর্মকর্তা তার কাজের প্রসঙ্গে পরামর্শ নেন বা যুগ-খলীফা যেসব বন্ধুর কাছে থেকে যথোপযুক্ত মনে করেন তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করে থাকেন।

দ্বিতীয় ধরনটি বড়ই প্রিয় ধরন। কোন বন্ধুর মাথায় যে কোন প্রস্তাব আসে সে আমাকে জানায়। আমি বলেছি, এ ধরনটি খুবই প্রিয়। কেননা, এটা আমার মন ও মস্তিষ্কের স্বস্তির কারণ হয়ে থাকে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১১-১২, ছাপা হয়নি)।

৮। "**শাবিরহুম** আদেশে এটাও এসে যায়, প্রত্যেকটি কথা গ্রহণ করা আবশ্যক নয়। কেননা, একটি কথা প্রসঙ্গে পঞ্চাশ ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করলে পঞ্চাশটি পরস্পর বিরোধী কথা একই সময়ে কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? কিন্তু পরস্পর বিরোধী পঞ্চাশটি কথা আমার জন্যে অনেক উপকারী ও এথেকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বের হতে পারে। আমি এথেকে উপকৃত হই" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৩, পৃষ্ঠা- ১৪-১৫, ছাপা হয়নি)।

৯। "অতএব **শাবিরহুম**-এর সাথে শূরার যতটা সম্পর্ক এর মাধ্যমে কেবল এ উদ্দেশ্যই নয়, কেবল মজলিসে মুশাভিরাতে এসে পরামর্শ দিয়ে দেয়া হয় আর এখানেই দায়িত্ব শেষ। সারা বছরের প্রত্যেক দিন পরামর্শ দেয়া ও নেয়া হয়ে থাকে" [রিপোর্ট, ছাপা হয় নি) মুশাভিরাত- ১৯৭৩, পৃষ্ঠা- ১৮]।

১০। "মোটকথা এক তো হলো দৈনন্দিন পরামর্শ। এটা অব্যাহত থাকা উচিত। জামাতের এ অভ্যাস সৃষ্টি হওয়া দরকার, যে বন্ধুর মাথায় কোন কথা বা প্রস্তাব উদিত হয় বা কোন বন্ধুর কোন চাল-চলন যা তার কাছে পসন্দনীয় নয় বা জামাতের ঐতিহ্যের বিপরীত মনে হয় তা কেন্দ্রকে অবহিত করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া আবশ্যক" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২১-২২ ছাপা হয়নি)।

১১। এভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন,

"যতটা মজলিসে শূরার প্রশ্ন, এটা কোনভাবে ডাকা হবে, এর প্রতিনিধিত্বের কী পদ্ধতি হবে, নির্বাচন কোন নীতির ওপর অনুষ্ঠিত হবে প্রভৃতি এমন সব বিষয় এর মীমাংসা করা যুগ-খলীফার কাজ। আর এ প্রসঙ্গে যুগ-খলীফা পরামর্শের পরে অধিকাংশের মতামতের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেন বা অধিকাংশের মতামতকে নাকচ করে

সিদ্ধান্ত দেন সেটা পৃথক বিষয়। কিন্তু অবস্থা যা-ই হোক না কেন তিনি পরামর্শ নেন এবং কাজ করে থাকেন" (নিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৬৭, পৃষ্ঠা- ২৪৬)।

১২। এভাবে ১৯৭৬ সনে মজলিসে মুশাভিরাতে তিনি বলেন,

"যতটা পরামর্শের প্রশ্ন জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার নেই যে, সে পরামর্শ দেয় বরং যুগ-খলীফার অধিকার রয়েছে যেন জামাত তাঁকে পরামর্শ দেয়।

এ দু'টোর মাঝে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যদি মনে করা হয়, জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির এটা অধিকার রয়েছে যেন যুগ-খলীফাকে পরামর্শ দেয় তাহলে হাজার হাজার ব্যক্তি এমনও আসবে যারা বলবে, আমাদেরও অধিকার আছে, অথচ আমরা এটা পরিত্যাগ করছি, আমরা পরামর্শ দিচ্ছি না। কিন্তু এটা মনে করা হলে, জামাতের উন্নতির জন্যে কল্যাণজনক কারও মাথায় এমন কোন প্রস্তাব উদিত হলে তা যেন যুগ-খলীফার কাছ পর্যন্ত পৌছে দেয়। কেননা এতে যুগ-খলীফার অধিকার রয়েছে আর যুগ-খলীফার যখন এটা অধিকার হয় এবং কোন ব্যক্তি সে প্রস্তাব যুগ-খলীফার নিকট না পৌছায় সেক্ষেত্রে সে অধিকার খর্বকারীতে পরিণত হবে। প্রথম ধরনে সে বলবে, অধিকার আমি প্রয়োগ করলাম না। দ্বিতীয় ধরনে সে যুগ-খলীফার অধিকার খর্ব করছে। তার এ অনুমতি লাভ হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ পরামর্শের সাথে যতটা সম্পর্ক, আমি জামাতের এসব হাজার হাজার ব্যক্তির ও নিজেদের ভাইদের নিকট অশেষ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি যে, তারা আমাকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং খুবই ভাল ভাল পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কখনও তাদের মাথায় খুবই ভাল ভাল কথা জাগরিত হয় অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে ও বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা সেই পরামর্শ বাস্তবে কার্যকর করতে পারছি না এটা পৃথক বিষয় । অথচ আমরা যা পেয়েছি সেসব কথা খুবই উত্তম এবং কোন সময় আমাদের কাজেও আসতে পারে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৬, পৃষ্ঠা- ২৪৫ ছাপা হয়নি)।

১৩। ১৯৭৮-এর মজলিসে শূরায় সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন,

"কুরআন করীম পরামর্শ ও সংকল্পকে পরস্পরের সাথে সংবদ্ধ করেছে– **ওয়া শাবিরহুম ফিল আমরি ফা ইযা 'আযামতা ফা তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্**। তাই পরামর্শ করা খুবই আবশ্যক। পরামর্শের পরে ৪টি আকার ধারণ করে– ১। শূরা সর্বসম্মত রায় দেয় এবং যুগ-খলীফা এতে অনুমোদন দেন। ২। অধিকাংশের রায়ের পক্ষে যুগ-খলীফা সিদ্ধান্ত দেন। ৩। সল্পাংশের রায়ের পক্ষে যুগ-খলীফা সিদ্ধান্ত দেন। ৪। ...সর্বসম্মত রায় সম্বলিত পরামর্শের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত হয়ে যায়।

আদেশ এটাই, যে আকারেই হোক না কেন যে সময় সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তখন শতকরা একশ' ভাগের জন্যে এটা আবশ্যক যেন তারা সবাই কাজ করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ

হয়। এ অর্থে শূরাকে সংকল্পের সাথে বন্ধনীযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। উভয়কে একতাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে" [রিপোর্ট, মুশাভিরাত- ১৯৭৮ (ছাপা হয়নি) পৃষ্ঠা- ৩-৫ সংক্ষিপ্তাকারে]।

১৪। এভাবে আরো বলেন,

"আদেশ এই, ওয়া শাবিরহুম ফিল আমরি ফা ইযা 'আযামতা ফা তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলীন– পরামর্শ করা অত্যাবশ্যক। এতে অনেক প্রজ্ঞা রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মেধা, চিন্তা ও চেতনা অন্যের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। আর যখন প্রত্যেকটি চিন্তাকে সুযোগ দেয়া হয়, যদি এ মেধায় কোন কথা এমন থাকে যা তার দৃষ্টিতে সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়ার জন্যে কল্যাণপ্রদ তাহলে বিনা দ্বিধায় তা বর্ণনা করে। আর এতে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই, যিনি পরামর্শ গ্রহীতা তিনি আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে না যায় যে, আমি ছাড়া আর কারও মাথায় কোন কথা আসতেই পারে না। কিন্তু সিদ্ধান্ত পরামর্শ গ্রহীতার হাতে দেয়া হয়েছে। পরামর্শ শুনা আবশ্যক, গ্রহণ করা আবশ্যক নয়" [রিপোর্ট, মুশাভিরাত- ১৯৮২ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ২-৩]।

১৫। সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন,

"আহমদী জামাতের সব সদস্যের জন্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অভিন্ন উচ্চারণ এবং জাতীয় দায়িত্বাবলী পালনে সমঝোতার জন্যে এক ব্যক্তির হাতে বয়াত করা আবশ্যক এবং এ বয়াত ছাড়া কোন ব্যক্তি আহমদী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এ ব্যক্তি যাঁর হাতে বয়াত করা হয়, তাঁকে কুরআনের আদেশানুযায়ী খলীফা বা সাহাবাগণের রীতি অনুযায়ী আমীরুল মু'মিনীন বলা হবে। আর সব সামগ্রিক বিষয়াদিতে জামাত তাঁর মধ্যস্থতায় ও তাঁর পথ-নির্দেশনায় এবং তাঁর পথ-প্রদর্শনের মাধ্যমে চলবে। তাঁর অধিকারসমূহকে সীমাবদ্ধকারী বিষয়গুলো কেবল খোদা তাআলার ইচ্ছা, তাঁর বাণী এবং তাঁর কর্ম ও রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সুন্নত ও হাদীসসমূহ, যা কুরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী এবং মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের ওহী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের গ্রন্থাদি এবং তাঁর খলীফার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী হবে"

পরামর্শ নেয়ার অধিকার ইসলাম নবীকে ও তাঁর প্রতিনিধিত্বে খলীফাকে দিয়েছে। কিন্তু নবী বা খলীফার সামনে প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করার অধিকার অন্যান্যদের জন্যে যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে কেউ এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না। কোথাও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে যে, কেউ নিজের পক্ষ থেকে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সমীপে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে এবং একে নিজের অধিকার মনে করেছে" (রিপোর্ট, মুশাভিরাত- ১৯৩০, পৃষ্ঠা- ৭)।

১৬। এভাবে তিনি আরও বলেন,

"পার্থিব পরামর্শ সভায় তো এই হয়ে থাকে, এতে উপস্থিত সবাই বলতে পারে, হয় আমার কথাকে নাকচ করে দাও, নয়তো মেনে নাও। কিন্তু খিলাফতের ব্যবস্থাপনায় কারও এটা বলার অধিকার নেই। এটা খলীফারই অধিকার, যে বিষয়ে পরামর্শ করার যাগ্য মনে করেন সে বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করেন এবং মজিলসে শূরার উচিত সেই বিষয়ে মতামত দেয়। মজলিসে শূরা এ ছাড়া নিজস্ব সত্তায় আর কোন অধিকার রাখে না। খলীফা যে বিষয়ে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ চান এতেই তারা পরামর্শ দেয়" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৩০, পৃষ্ঠা- ৪২-৪৩)।

১৭। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৭০ সনের মজলিসে শূরার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,

"এখন এ শূরার যে কার্যক্রম ছিলো এতো শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রম রয়েছে এতো ইনশাআল্লাহ্ আগামী শূরা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭০ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ২৯২]।

১৮। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) ১৯৮৩ সনের মজলিসে শূরাতে বলেন,

"ইসলামী শূরার ব্যবস্থায় মহিলা বা পুরুষের পরামর্শ দেবার অধিকারের কথা কোথাও বলে না। বরং শূরার প্রসঙ্গে দু'ভাবে বলা আছে, একতো ওয়া শাবিরহুম ফিল আমরি– এতে পরামর্শ গ্রহীতার প্রতি আদেশ রয়েছে অর্থাৎ তিনি স্বয়ং রসূলই হন বা তাঁর প্রতিনিধিত্বে খিলাফতের মসনদে যিনি আসীন থাকেন তিনি প্রতিচ্ছায়ারূপে এ আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর প্রতি আদেশ অবশ্যকর্তব্য (ফরয) যেন তিনি অবশ্যই পরামর্শ নেন" [মজলিসে, মুশাভিরাত- ১৯৮৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ৭৪]।

১৯। ১৯৬৭ সনের মজলিসে শূরায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন,

"আঁ হযরত সল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র আদর্শের প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে তাঁর (সঃ) যুগের অবস্থানুযায়ী তিনি (সঃ) ১০/১৫ জন থেকে নিয়ে ১ হাজার পর্যন্ত লোককে নিয়ে পরামর্শ করেছেন। ইতিহাস আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এমন পরামর্শ সভা সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেছে। এতে পরামর্শদাতার সংখ্যা ১০/১৫ জনের অধিক ছিলো না। অতএব জানা গেলো, ১০/১৫ জন থেকে ১ হাজার পর্যন্ত লোক নিয়ে পরামর্শ সভা আয়োজনের সুন্নত প্রতিষ্ঠিত আছে" [রিপোর্ট, মজলিসে শূরা- ১৯৬৭ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ৬৫]

জামাতের আহমদীয়া ও শূরার ব্যবস্থা

১। হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব [পরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)] বলেন,

"হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাহেবুর রায় বা উপযুক্ত অভিমত প্রদানকারী বন্ধুগণের কাছে থেকে পরামর্শ নেয়ার রীতির ওপর সব সময় কার্যকরী ব্যবস্থা নিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুযায়ী কখনও ব্যক্তিগতভাবে এবং কখনও সমষ্টিগতভাবে জামাতের বন্ধুগণের পরামর্শ নেবার ব্যবস্থা করতেন। সমষ্টিগত পরামর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ১৮৯১ সনে আমাদের দৃষ্টিতে আসে যখন ডিসেম্বর মাসে আহমদী জামাতের প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। জামাতের লোক সংখ্যা এ সময়ে এতই অল্প ছিলো যে, জলসায় মাত্র ৭৫ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এ স্বল্প সংখ্যক লোককে দৃষ্টিতে রেখে জলসা ও মুশাি-ভরাতের বন্দোবস্ত পৃথকভাবে করার কোন প্রয়োজন ছিলো না। সুতরাং হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম এ জলসা সালানার মাধ্যমেই মুশভিরাতের কাজও সম্পাদন করলেন। এ প্রথম মজলিসে মুশভিরাতে যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিলো তা ছিলো এই, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অধিক সংখ্যায় ঐশী নিদর্শন রেকর্ড বা সংরক্ষিত করার জন্যে একটি... আঞ্জুমান গঠন করা হয়... এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে এই সংশোধনীর সাথে অনুমোদিত হয়, 'যেমন আছে তেমনিভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর পুস্তক 'আসমানী ফয়সালা'-যাতে এ প্রস্তাব মজুদ আছে- প্রকাশ করে দেয়া হোক" (সওয়ানেহ্ ফযলে উমর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৫)।

২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) বলেন,

"মজলিসে শূরার ব্যবস্থা আহমদী জামাতে যে পদ্ধতিতে প্রচলিত রয়েছে বলে আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি এর সূচনা আসলে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা:) ১৯২২ খৃস্টাব্দে করেন।"

১৯২২ সনে প্রথম বার রীতিমত একটি সংস্থার আকারে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে অবস্থা প্রমাণ করে দেয়, একটি সংস্থার আকারে এর প্রতিষ্ঠিত হওয়া নেহায়েৎ আবশ্যক ছিলো। কেননা, আর্থিক বিষয়াদি এমন পযায়ে পৌছে যাচ্ছিলো, এর ফলে কেবল ঘটনাক্রমে কখনো এথেকে পরামর্শ নিয়ে নেয়া যথেষ্ট ছিলো না বরং গোটা জামাতের যারা চাঁদাদাতা তাদের নিশ্চয়তা দেয়া এবং এসব বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহে তাদের পরামর্শ চাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিলো। এটাই মজলিসে শূরা। এটা কল্যাণমন্ডিত হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হতে থাকে। এখন খোদার আশিসক্রমে বিশ্বের বহু দেশে প্রতিচ্ছায়ারূপে এ মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" (জুমুআর খুতবা, ১৯৯৫)।

৩। ১৯২২ সন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান আকারে মজলিসে মুশভিরাত প্রথম কাদিয়ান থেকে পরে রাবওয়াতে এবং ১৯৮৫ সন থেকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর উল্লেখ করতে গিয়ে ১৯৯২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর ব্রাসেলস-এ অনুষ্ঠিত বেলজিয়ামের

মজলিসে শূরায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) বলেন, **"মজলিসে শূরার ব্যবস্থা জামাতের জীবনের জন্যে খুবই তাৎপর্যবহ।** আজ থেকে আট দশ বছর পূর্বে মজলিসে শূরার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে তো প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং সেই আন্তর্জাতিক মজলিসে শূরার ব্যবস্থাও জলসার পরে অনুষ্ঠিত করা হয়ে থাকতো অথবা মজলিসে শূরায় আন্তর্জাতিক প্রস্তাবাদি এসে থাকতো। কিন্তু প্রত্যেক দেশে মজলিসে পূরার রীতি পূর্বে চিলো না। তাই আমি এটা মনে করে যে, **কুরআন করীম মজলিসে শূরার ওপর অসাধারণ গুরুত্ব প্রদান করেছে আর ইসলামী ব্যবস্থায় খিলাফতের পরে এটা সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যার মাধ্যমে জামাতের তরবিয়ত হয়ে থাকে** একে প্রত্যেক দেশে প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেই। তাই আল্লাহ্ তাআলার আশিসক্রমে যখন থেকে ইউরোপ, পাশ্চাত্য, আফ্রিকা ও অন্যান্য কোন কোন প্রাচ্যদেশে শূরার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার আশিস ও কৃপার সাথে অসাধারণভাবে জামাতে সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার প্রভাব প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক প্রকার কলাণ ছাড়া একেতো মজলিসে শূরায় অংশ গ্রহণের ফলে জামাতী ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। প্রত্যেক সদস্য, যিনি মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রস্তাবসমূহের ওপর চিন্তা করার জন্যে মজলিসে শূরায় যোগ দেন, তিনি অনুভব করেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে সারা জামাতের প্রতিনিধিত্ব হয়ে যায়" (বক্তৃতা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম (লিখিত) শূরা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত)।

৪। "খিলাফতের পরে মজলিসে শূরা জামাতে আহমদীয়াতে সবচেয়ে অধিক গুরুত্বহ। কেননা, খিলাফত ও শূরা দু'টি বিষয়। কুরআন করীমে এদের উল্লেখ রয়েছে। আর জানা যায়, ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রাণ এ দুটোতে নিহিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সারা বিশ্বে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠানের ওপর জোর দিয়েছি। আর এগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টাও করছি। কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে আপনাদের সম্মুখে এগুলো সংশোধন করে দিই যেন আগামী শতাব্দীতে আমাদের পক্ষ থেকে কোন ভুল রীতি-নীতি পরবর্তীতে পৌছে না যায়। **আর মজলিসে শূরার রীতি-নীতির সাথে যতটা সম্পর্ক এটা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা:)-এর খিলাফতকালীন একটি দীর্ঘ পর্যায়ের ওপর তা বিস্তৃত হয়ে আছে এবং খুবই মূল্যবান রীতি-নীতি সেগুলো।** এগুলোর প্রতি ভালবাসার পর মজলিসে শূরার যে চিত্র অন্তরে জাগ্রত হয়ে যায় এবং মনে খোদিত হয়ে যায় সেই চিত্রকে আমি এসব মজলিসে শূরায় স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেছি, করে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকব" (জুমুআর খূতবা, ১৯৯৩ লন্ডনে প্রদত্ত)।

৫। ২৮শে এপ্রিল, ১৯৯৫ তারিখে জার্মানীর মজলিসে শূরার উদ্বোধনী দিনে জুমুআর খূতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) বলেন,

"জার্মানীর জামাতকে আমি এটা বুঝাতে চাই, যদিও ব্যবস্থার দিক থেকে এ বিষয়ে খুবই সংশোধন করা হয়েছে এবং পূর্ণতা লাভ করেছে যে, মজলিসে শূরায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের কতটা স্বাধীনতা রয়েছে। খোদা তাআলা কর্তৃক জারীকৃত শরীয়ত তাদের হাতকে কতটা সীমাবদ্ধ করে যে, সম্মুখে আর অগ্রসর হয়ো না। তাদের মুখে 'তুরি' লাগানো হয় (এ বলে), আর সম্মুখে অগ্রসর হয়ো না। বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের এসব যে বিষয়াদি রয়েছে এদিক থেকে তো আল্লাহ্ তাআলার আশিসে এখন সেসব বিষয় পরিপূর্ণভাবে ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের আওতাভুক্ত হয়েছে এবং সবাই বিষয়টা বুঝে গেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারসমূহ সম্বন্ধে জানা হয়ে গেছে। প্রত্যেকের নিজের দায়িত্বাবলী সম্বন্ধেও জানা হয়ে গেছে" (খুতবা জুমুআ ১৯৯৫)।

৬। এ খুতবারই প্রারম্ভে বলেন,

"শূরার ব্যবস্থাকে আমরা বড়ই সাবধানতার সাথে যদি প্রবর্তন করি, এতে তাকওয়া ও খোদা-ভীরুতা থেকে সরে যাওয়ার যতগুলো প্রবণতাই প্রবিষ্ট হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এসব প্রবণতার পথসমূহ যদি বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে আল্লাহ্ তাআলার আশিসক্রমে জামাত খুব তীব্র বেগে উন্নতি করবে" (জুমুআর খুতবা, ১৯৯৫)।

৭। এভাবে হুযূর (রাহেঃ) ১৯৯৪ সনে বলেন,

ঐতিহাসিক দিক থেকে এক অতি হৃদয়গ্রাহী উদ্ধৃতি। কিভাবে মজলিসে শূরার বিবর্তন হয়েছে। **মজলিসে শূরায় খিলাফত ও জামাত এমনিভাবে একীভূত হয়ে যায়, যেভাবে দৈনন্দিন কাজ-কর্মে হয়ে থাকে তেমনিভাবে একীভূত হয়ে থাকে এবং দু'টি পৃথক পৃথক সত্তা থাকে না"।**

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন,

"একশ'-এর মাঝে আমাকে কেবল নিজের পক্ষ থেকে একবার সিদ্ধান্ত দিতে হয় নচেৎ ৯৯ বারই আমি এর কিছু মতামত গ্রহণ করি এবং ওর কিছু মতামত থেকে নিয়ে একটি ফল বের করে নিয়ে থাকি। জনগণকে যদি মজলিসে মুশাভিরাতে সম্পৃক্ত না করি তাহলে তারাও কেবল নিজেদের ঘর-গেরস্তের ব্যাপারে নিজেদের মন-মেধাকে কাজে লাগাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু আমরা তাদের যখন মুশাভিরাতে সম্পৃক্ত করে নিলাম তখন উপকার এই হলো, তাদের মেধা উন্নতি সাধিত করে ফেলে। সুতরাং তাদের মতামতের টুকরোগুলো একত্র হয়ে একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনার রূপ পরিগ্রহ করে। এটা জামাতের জন্যে খুবই উপকারী ও কর্যাণজনক সাব্যস্ত হয়ে যায়" (তফসীরে কবীর, ১০ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮২-১৮৩)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন, "সুতরাং এ পদ্ধতিই সারা বিশ্বের মজলিসে শূরায় প্রচলিত রাখা উচিত আর একে সংরক্ষণ করা উচিত" (খুতবা জুমুআ, ১৯৯৪)।

৮। এরপরও বলেন, "অতএব আমি আশা রাখি, সারা বিশ্বে এসব উপদেশকে দৃষ্টিপটে রেখে মজলিসে শূরা প্রচলিত থাকবে এবং প্রচলিত করা হবে। আর উত্তম চরিত্রের সংরক্ষণ করা হবে। এ পদ্ধতিসমূহের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠবে না যাতে কোন প্রকারের তিক্ততার বা নিজ ভাইয়ের মনে কষ্টের কারণ হয়। আর কেউ সরলতা বা বোকামী অথবা অনভিজ্ঞতাবশত এমন প্রশ্ন করে বসলে উৎসাহের সাথে শুনে তাকে বুঝাবার প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যুত্তরে আপনিও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে পরিবেশ খারাপ করে দেন এটা যেন না হয়। অতএব আল্লাহ্ তাআলার আশিসের সাথে আমি আশা রাখি, এ মহান শূরার ব্যবস্থা খোদা তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে দ্বিতীয় বার আমাদের দান করেছেন। এটা এতই মূল্যবান ব্যবস্থা যে, এর উদ্দেশ্যে কোন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কুরবানীও কোনই মর্যাদা রাখে না" (জুমুআর খুতবা, ২৯-০৪-১৯৯৪)।

৯। ১৯৬৭ সনের মজলিসে মুশভিরাতে এক সাব-কমিটির রিপোর্টের সাথে মোহতরম মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব 'মজলিসে শূরা'-এর ওপর একটি টীকা লেখেন। একে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) সঠিক আখ্যা দিতে গিয়ে সমাপ্তি ভাষণে পাঠ করে শুনান। সেই টীকাটি নিম্নরূপ ঃ

"পরামর্শ নেবার অধিকার যে নবী বা যুগ-ইমামকে দেয়া হয়েছে সব জামাত ও ব্যক্তির কাছে এটা সুপ্রকাশিত হোক। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা শাবিরহুম ফিল আমরি বলেছেন। ইমাম যে পদ্ধতিতে ও যেসব ব্যক্তির পরামর্শ নিতে পসন্দ করেন তাতে তাঁর শরীয়তগত অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ পদ্ধতিতে পরামর্শ দেবার প্রস্তাব করে জামাতসমূহের বা ব্যক্তিবর্গের এ অধিকার নেই। যুগ-খলীফা মজলিসে শূরা আহ্বান করে থাকেন। আর এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যে পদ্ধতিতে ও যত সংখ্যক এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকট থেকে পরামর্শ নিতে চান পরামর্শ নিতে পারেন। এটা ব্যাখ্যা করার এজন্যে আবশ্যক মনে করা হয়েছে, যেন কোন নতুন আহমদীর মনে পাশ্চাত্য রীতির চিন্তাধারাবশত পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বের অধিকারের প্রশ্ন সৃষ্টি না হয়" (রিপোর্ট, শূরা- ১৯৬৭ ছাপা হয় নি, পৃষ্ঠা- ৩৪৪)।

১০। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) মজলিসে শূরাকে জামাতের জন্যে 'ভিত্তিগ্রস্তর' আখ্যা দিতে গিয়ে বলেন,

"আমার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। আমরা ভবিষ্যতের জন্যে ভিত্তিসমূহ রেখেছি। যার দৃষ্টি প্রসারিত নয় সে দুঃখ-কষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তার ভবিষ্যত প্রজন্ম সেসব

লোকের ওপর দুরূদ পাঠ করবে যারা ভিত্তি রেখে গিয়েছেন। সেই যুগ আসবে যখন খোদা তাআলা প্রমাণ করে দিবেন এ জামাতের জন্যে একাজ ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ" (মজলিসে শূরা, ১৯২২)।

১১। সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) সারা বিশ্বের পার্লামেন্টের মোকাবেলায় আহমদী জামাতের মজলিসে শূরার খুবই উচ্চ মর্যাদা লাভের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

'আজ নি:সন্দেহে সারা বিশ্বে আমাদের মজলিসে শূরার কোন মর্যাদা নেই। কিন্তু সময় আসবে এবং অবশ্যই আসবে যখন বিশ্বের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পার্লামেন্টের সদস্যদের সেই মর্যাদা লাভ হবে না যা এর সদস্য হওয়ার কারণে লাভ হবে। কেননা, সারা বিশ্বের পার্লামেন্ট তাদের অধীন করে দেয়া হবে। অতএব এ মজলিসের সদস্য হওয়া খুবই সম্মানের বিষয় এবং এমন সম্মানের বিষয় যে অনেক বড় বাদশাহ্ও এ সম্মান পেলে এর ওপর গর্ব করতেন আর সেই সময় আসবে যখন বাদশাহ এর ওপর আসলেই গর্ব করবেন' (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯২৮)।

১২। প্রথম খিলাফতকালের সালানা জলসার সময় মজলিসে মুশাভিরাতের দৃষ্টান্ত– হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা:)-এর অনুমতিক্রমে,

"১৯১০ সনের সালানা জলসা মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আহমদীয়া কনফারেন্স নামে মজলিসে মুশাভিরাত অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সের সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব। আর কোন কোন হৃদয়গ্রাহী বিষয়ের ওপর বিতর্ক হয়। এতে জানা যায়, জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে" (আল্ হাকাম, ২৮ মার্চ-৭ এপ্রিল ১৯১০, পৃষ্ঠা- ১৪)।

শূরার গুরুত্ব

১৯২৩ সনের মজলিসে মুশাভিরাতে সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:) বলেন,

"যে কোন জামাতের নিজস্ব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যকীয়। আর এর উৎকৃষ্ট ধরন এই, খলীফা যেন তাঁর মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে স্বাধীন থাকেন। কিন্তু তিনি যেন সবার নিকট পরামর্শ চান। যে মতামত তাঁর পসন্দ হয় তা তিনি গ্রহণ করে নেন এবং যে মতামত ধর্মের ব্যাপারে তাঁর নিকট উত্তম মনে না হয় সারা জামাতের পক্ষ থেকে হলেও, তা বাতিল করে দেন। আর এর বিপরীতে যে কথা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অন্তরে জাগ্রত করেন ও যার ওপর তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি এটা উপস্থাপন করেন

এবং লোকেরা এর ওপর কাজ করতে থাকে" (রিপোর্ট, মজলিসে শূরা- ১৯২৩, পৃষ্ঠা- ৭)।

"খলীফা হওয়া সত্ত্বেও পরামর্শের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর খিলাফতের উপস্থিতি সত্ত্বেও তার পরামর্শের প্রয়োজন হয়" (রিপোর্ট, মজলিসে শূরা- ১৯২৩, পৃষ্ঠা- ৬)।

"কোন খিলাফতই আদেশ দেবার অধিকারী হতে পারে না যতক্ষণ তার সাথে পরামর্শের ব্যবস্থা না থাকে" (রিপোর্ট, মজলিসে শূরা- ১৯২৩, পৃষ্ঠা- ৮)।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (রাহেঃ) তৃতীয় খিলাফতের সময় সত্তয়ানেহ্ ফযলে উমর অর্থাৎ 'ফযলে উমরের জীবন চরিত' শীর্ষক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর জীবনের একটি সংকলন প্রণয়ন করেন। এর দ্বিতীয় খন্ডের ১৭৫ পৃঃ থেকে ২১২ পৃষ্ঠায় 'মজলিসে মুশাভিরাত' সম্পর্কে খুবই ব্যাপক বিষয়াদি উপস্থাপন করেছেন। আবার হুযূর (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত খুতবাসমূহে আরও বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। 'শূরার গুরুত্ব' প্রসঙ্গে নিচে কয়েকটি নির্দেশ উপস্থাপন করা হচ্ছে :

১। 'ফযলে উমরের জীবন চরিত' এর প্রণেতা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব তাঁর পুস্তকের ২য় খন্ডের ২১২ পৃষ্ঠায় লিখেন :

"আজও মজলিসে মুশাভিরাতে এ পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার আত্মা এভাবে দৃষ্টিপটে চলে আসছে। আজও সেই পবিত্র পরিবেশই আছে। আজও সেই পবিত্রাত্মাগণের সম্মেলন আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হওয়ার দৃশ্য উপস্থাপন করছে। আজও কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এবং গ্রহণ করা হচ্ছে। আজও দোয়ার সেই রং-ই আছে। খিলাফতের সেই মাহাত্ম্য ও সেই মর্যাদা মনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। দোয়াসমূহ আজও সেভাবেই অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে করা হয়"।

২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) ১৯৯২ সনে বলেন,

"জামাত ও মজলিসে শূরা প্রকৃতপক্ষে একই সত্তা দু'টি নামে পরিণত হয়ে যায় যেভাবে খিলাফত ও জামাত প্রকৃতপক্ষে একই সত্তার দু'টি নাম। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি সব সময় এ দৃঢ় বিশ্বাসই রাখি, খিলাফতের পর যদি শূরার ব্যবস্থা পুরো জামাতে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যেভাবে আল্লাহ্‌র আশিসক্রমে খিলাফত সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাই এত বড় শক্তি জামাতের ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি হবে যে, বিশ্বের কোন শক্তি একে মিটিয়ে দিতে পারবে না" (১৯৯৬ সনের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ভাষণ, ব্রাসেলসে প্রদত্ত, পৃষ্ঠা- ২)।

৩। তিনি আরও বলেন,

"আহমদী জামাতের তরবিয়তের জন্যে মজলিসে শূরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর সত্তা জীবিত রাখার জন্যে, এর যোগ্যতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে এ

ব্যবস্থা অতি আবশ্যকীয় ও অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। সুতরাং ইউরোপের যতগুলো দেশ রয়েছে এবং অন্যান্য দেশসমূহেও যেখানে মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখান থেকে আমার নিকট সংবাদ আসছে। তারা বলে, জামাতে একেবারে একটি নতুন জীবন, নতুন সজীবতা ও নতুন বিশ্বস্ততা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর উন্নতির গতি অনেক বেগবান হয়ে গেছে" (১৯৯২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বরের ভাষণ, ব্রাসেলসে প্রদত্ত পৃষ্ঠা- ২)।

৪। এভাবেই তিনি বলেন,

"আল্লাহ্ তাআলার আশিসে ধাপে ধাপে আপনাদেরও উন্নতি হবে। আপনারা মনে করুন যেন আপনারা যৌবনে পৌছে গেছেন। কেননা, মজলিসে শূরা ছাড়া যৌবন আসে না। ধ্যান-ধারণায় দৃঢ়তা ও সেই মর্যাদা, জাতিগতভাবে সেই দায়িত্বে অংশগ্রহণ করে বোঝা বহনের যে একটি বিশেষ স্বাদ রয়েছে তা মজলিসে শূরা ছাড়া পূর্ণভাবে আসতে পারে না' (১৯৯২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বরের ভাষণ, ব্রাসেলসে প্রদত্ত, পৃষ্ঠা- ২)।

৫। ১৯৯৬ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন,

"আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়েহে ওয়া সাল্লামই এমন এক নবী যাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীন (সমগ্র বিশ্বের কৃপাবিশেষ) আখ্যায়িত করা হয়েছে। নচেৎ আপনি সারা বিশ্বের পুস্তকাদি পাঠ করে দেখুন কোথাও কোন নবীকে রহমাতুল্লিল আলামীন আখ্যায়িত করা হয় নি। জাতিসমূহের জন্যে রহমত ও কৃপা তো সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সারা জগতের জন্যে একজনই নবী ছিলেন যাঁকে কৃপার বিকাশ করে পাঠানো হয়েছে। আর শূরাকে কৃপার ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে, শূরার ভিত্তি আখ্যায়িত করা হয়েছে। কৃপা ছাড়া কেবল বুদ্ধির বাঁধনে জাতিকে বেঁধে দেয়া হলে এসব পরামর্শসমূহে প্রকৃত খোদা-ভীতি ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি হতেই পারে না" (জুমুআর খুতবা, ১৯৯৬)।

৬। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) বলেছেন,

"আপনারা যেসব পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পরের লোকও এ বলে মজলিসে শূরার পরামর্শসমূহের উদ্ধৃতি দিবে, অমুক শূরায় এ ধরনের বিতর্ক হয়েছিলো এবং এ সিদ্ধান্তের ওপর প্রত্যেক জামাত পৌছেছিলো। আমাদের মাঝে অধিকাংশ লোক মজলিসে মুশাভিরাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। **আমাদের মাথায় এ কথা যদি জাগরূক থাকে যে, মজলিসে শূরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এর প্রভাবসমূহও সুদৃঢ় প্রসারী তাহলে আমরা বড়ই সাবধানতার সাথে কথা বলবো।** কেননা, যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, এসব কথা বিশ্বের জন্যে একটি

দৃষ্টান্তের রূপ পরিগ্রহ করবে। খোদা করুন সেই দিন শীঘ্র আগমন করুক। বস্তুতপক্ষে সেই দিন আসবেই যখন সারা বিশ্ব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কল্যাণে ইসলামী পতাকার তলে সমবেত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

মোটকথা এ মজলিস সারা বিশ্বের জন্যে আদর্শস্বরূপ। আমরা এতই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্যে সমবেত হয়েছি এবং পরে আমাদের মুখ থেকে অসৌজন্যমূলক কথা-বার্তা বের হোক এটা আমাদের মানায় না। উন্নতিশীল জাতিসমূহের জীবন ধারাবাহিক চিন্তা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং সংকল্পের মাঝে নিহিত। এমন এক সময় আসে যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি পরিপূর্ণভাবে চিন্তা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং এর ওপর তারা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কুরআন করীম আমাদের এটা বলে, একটি সময় তোমাদের ওপর এমন আসে যখন তোমরা **শাবিরহুম ফিল আমর-** এর ওপর কাজ করতে থাকো। তোমরা জামাতের উন্নতি, ইসলামের উন্নতি ও খোদা তাআলার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে পরস্পর পরামর্শ করতে থাকো। আবার এমন একটি সময়ও এসে থাকে যখন তোমরা **ফা ইযা 'আযামতা ফা তাওয়াক্কাল 'আলাল্লাহ্**-এর ওপর কাজ করতে থাকো অর্থাৎ কোন সুদুর প্রসারী ফলাফলে উপনীত হয়ে থাকো। আবার তোমরা উপকরণসমূহের ওপর দৃষ্টি দিও না। বরং এ সিদ্ধান্তে পৌছার পর উপকরণসমূহ কমই হোক বা বেশি খোদা তাআলার ওপর ভরসা করে কার্যক্ষেত্রে পদক্ষেপ রাখো। আর এরপর তোমাদের এক পা-ও যেন পিছনে না সরে (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৬৬, পৃষ্ঠা- ৭৯-৮০)।

৭। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন,

"মজলিসে শূরায় যে সিদ্ধান্ত করা হয় এর অর্থ এই, এ খলীফার সিদ্ধান্ত। কেননা, প্রত্যেক বিষয়ের সিদ্ধান্ত পরামর্শ নেবার পর খলীফাই করতে পারেন। এজন্যে এসব সিদ্ধান্তের পুরোপুরি বাস্তবায়ন হওয়া আবশ্যক। যতক্ষণ কর্মীদের মাঝে এ আত্মা সৃষ্টি না হয় যে, আদেশ দেয়ার অধিকারীর আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় ততক্ষণ তাঁর আদেশসমূহের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন কেউ করবে না" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৩০, পৃষ্ঠা- ৩৬)।

৮। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন,

"আমাদের কাজ ও আমাদের দায়িত্বাবলীর ধরন পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টিয়ে গেছে এবং পাল্টাতেও রয়েছে। এজন্যে এ বিষয়ে Routin (গতানুগতিক কর্মসূচী) অনুযায়ী আমাদের মুশাভিরাত এখানে এসে সংঘটিত হয়। কথা-বার্তা বলে এবং চলে যায়। এতে বিশ্বের কোন কল্যাণ নেই। বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধান আপনাদের করতে হবে। এ প্রসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করুন। আসলে আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের Base (ভিত্তি) বানিয়ে দিয়েছেন" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৭ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ১৯)।

৯। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন–

"আসলে শূরার প্রতিনিধিবৃন্দ এক বিশেষ রঙ্গে নিজ নিজ এলাকার নেতায় পরিণত হয়ে থাকেন" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৩ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ১৯]।

১০। **শূরার উপকারসমূহ :**

১. কোন কোন নতুন প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

২. পাল্লা দেবার ধারণা আসে না। এজন্যে লোকেরা সঠিক অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে থাকেন।

৩. এ উপকারিতাও রয়েছে, কথায় কথায় কোন কোন বিষয় ও পদ্ধতি জানা হয়ে যায়।

৪. এ উপকারিতাও রয়েছে, বাইরের লোকের যে কাজ করা কষ্টকর হয়ে থাকে খলীফার কাছে তা সহজসাধ্য হয় (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯২২, পৃষ্ঠা- ১৬)।

শূরার অবস্থা

১। **"আহমদী জামাতে মজলিসে শূরার সাংগঠনিক আদর্শ, পদ্ধতি, এর ক্ষেত্র ও পরিবেশ পার্থিব সমাবেশ থেকে এমন ভিন্ন মর্যাদার যে, এর কোন বাহ্যিক তুলনা দৃষ্টিগোচর হয় না"** (সওয়ানেহ ফযলে উমর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২০৫)।

২। **"এ মজলিস সব ধরনের পরামর্শদাতার সমন্বয়ে গঠিত হয়।** উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল, দক্ষ শিক্ষাবিদ, কাঠ-মিস্ত্রি, কর্মকার, দোকানদার, আরতদার, কৃষক প্রভৃতি নির্বিশেষে সবাই আসেন" (সওয়ানেহ ফযলে উমর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২০৯)।

৩। সাইয়্যেদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর রীতি ছিলো পরামর্শদাতাগণের মাঝে তিনি... "বার বার বিভিন্ন রঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি দোয়া, ইস্তিগফার ও আল্লাহ্‌র তাকওয়া ও খোদা-ভীতির প্রতি আকর্ষণ করাতে থাকতেন। এর কারণ এই, পবিত্র পরিবেশ এমনভাবে ছেয়ে যেতো যেমন বৃষ্টি ভেজা বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে" (সওয়ানেহ ফযলে উমর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২১১)।

৪। "মুশভিরাত চলাকালীন সময়ে তাঁর [অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)] একাধিক খুতবা আমরা সেই চিন্তা ও ব্যথার দর্পণবাহী দেখতে পেতাম। এমন উপলক্ষ্যে তাঁর (রাঃ) ভাষণগুলোর ধরন নিজের মাঝে একটি বিশেষ মর্যাদার রূপ পরিগ্রহ করতো। অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত ডাক আকাশের আহ্বান বলে মনে

হতো। আর পরিবেশ বিদ্যুতের তরঙ্গে ভরে যেতো। প্রাণ ইসলামের সেবায় নতুন উদ্দীপনা ও নতুন উচ্ছ্বাসে আদিষ্ট হয়ে নাচতে থাকতো এবং উপস্থিত সবাই আত্মহারা হয়ে কখনও নি:শব্দে এবং কখনও সশব্দে এ বলে ডাক দিয়ে উঠতো, হ্যাঁ, আমাদের প্রভু। আমরা উপস্থিত, আমরা উপস্থিত, আমাদের ভবিষ্যত বংশধর উপস্থিত, আমাদের প্রাণ, আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের মান-সম্মান সবকিছু যা আমাদের রয়েছে তা আমাদের নয় আপনার। যেভাবে আপনি চান ইসলাম ধর্মের জন্যে উৎসর্গস্থলে অর্ঘ্য হিসেবে দিয়ে দিন" (সওয়ানেহ ফযলে উমর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২১০)।

৫। "উপস্থিত সদস্যদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়াও খলীফাতুল মসীহ্ ধীর স্থির নমনীয় অভিমতপ্রদানকারী বন্ধূদের ডেকে, এভাবে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের ডেকে অভিমত দেবার জন্যে স্বয়ং প্রেরণা দিয়ে থাকেন" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৩৮, পৃষ্ঠা- ৯)।

৬। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে:) তাঁর খিলাফতে সমাসীন থাকাকালীন প্রথম মুশাভিরাতে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

"আপনারা এখানে একত্র হয়েছেন এ জন্যে যে, যুগ-খলীফা যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গে তার বন্ধূদের সাথে পরামর্শ করতে চান সেসব বিষয়ে আপনারা আপনাদের পরামর্শ দেন। যেহেতু আমাদের এ সমাবেশ কেবল ঐশী সন্তুষ্টির খাতিরে এজন্যে আসুন আমরা প্রথমে তাঁর সমীপে ঝুঁকি ও বিনয়-নম্রতার সাথে দোয়া করি। তিনি আমাদের প্রিয় প্রভু ও সোহাগকারী প্রভু। আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আমাদের অভিমত সর্বপ্রকার ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, আমিত্ব, আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রাধান্য থেকে রক্ষা করেন। আর এমন ফলাফলে পৌছার সৌভাগ্য আমাদের দেন যাতে ইসলামের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভ হয় এবং সে দিন শীঘ্র এসে যায় যেজন্যে শতাব্দীসমূহ অপেক্ষা করছে এবং ইসলাম পুনরায় সারা বিশ্বের জাতিসমূহের ওপর প্রাধান্য লাভ করে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৬০ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ৭-৮)।

৭। ১৯৭৩ সনের মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে বলেন,

"আমাদের এ পরিবেশ কুরআন করীমের এসব কথার আলোকে ওমা আনা মিনাল মুতাকাল্লিফীন– আনুষ্ঠানিকতার উর্ধ্বে এবং বিশ্বস্ততার সাথে হয়ে থাকে। যে-ব্যক্তি বিশ্বস্ততার সাথে কোন কথা সঠিক মনে করে সে তা বলে আর এটা বলা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে তার চুপ করে থাকা উচিত নয়। কোন কোন লোক বিতর্ক পসন্দকারী এবং কেউ কেউ ঝগড়াটে হয়ে থাকে। আমরা সময়ের প্রয়োজনে তাদের শামলিয়ে নিয়ে থাকি। এখানে বলার সময় সংকোচ ও লজ্জা থাকা উচিত নয়" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৩ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা- ১১)]।

৮। ১৯৭৩ সনের মে মাসে অনুষ্ঠিত অসাধারণ শূরায় বলেন,

"মজলিসের পরিবেশ এক ধরনের এবং এক উদ্দেশ্যের চিহ্ন হয়ে থাকে। এমন মনে হয়, একটি পরিবার বসে আছে এবং আপষে কথাবার্তা বলে কোন সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টায় নিয়োজিত" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৩ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা- ১৯)]।

৯। "মজলিসে মুশাভিরাতের একটি বিশেষ পরিবেশ রয়েছে যাতে গাম্ভীর্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৩ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ৩৬৯)]।

১০। ১৯৮৩ সনের মজলিসে মুশাভিরাতে এক ব্যক্তি ক্যামেরা দিয়ে ছবি নিচ্ছিলেন। এর ওপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন, "আমি তো কাউকে অনুমতি দিই নি। আমার পক্ষ থেকে তো কেবল দর্শক হিসেবে যোগ দেবার অনুমতি ছিলো। ছবি তোলার জন্যে তো আমি আপনাকে অনুমতি দিই নি। আমার জানা মতে কখনও শূরাতে ছবি উঠানো হয় নি। এতেও বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ১৮৩]।

১১। মজলিসে শূরা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে দর্শকদের আলাদা অংশে বসার জন্যে টিকেট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এটা আবশ্যিক নয়। সুতরাং

ক) ১৯৭৩ সনের ২৭শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত শূরার জন্যে "পুরুষ ও মহিলা দর্শকদের টিকেট দেয়া হয় নি" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৩ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ৪]।

খ) ১৯৭৩ সনের শূরার শেষ দিন সকালের অধিবেশনে দর্শকদের নিষেধ করা হয়েছিলো" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ৪)]।

১২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৬৭ সনের মজলিসে মুশাভিরাতে উদ্বোধনী ভাষণের মাঝে বলেন,

"আপনারা এখানে কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সমবেত হন নি বরং এজন্যে সমবেত হয়েছেন, **আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ভুলে গিয়ে মনের কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে ধর্মপরায়ণতার সাথে ও নিষ্ঠার সাথে এবং দোয়ার সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য আকর্ষণ করতে করতে এসব বিষয়ের প্রসঙ্গে যুগ-খলীফাকে পরামর্শ দেন যা আলোচ্যসূচি হিসেবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে।**

আমার দোয়া, আল্লাহ্ তাআলার ফিরিশ্‌তা আপনাদের পথ-প্রদর্শক হোন। সেই সঠিক পথসমূহ আপনাদের চিহ্নিত করে দিন এবং আপনাদের ওগুলোর ওপর চলার

সৌভাগ্য দিন। আবার আপনারা এখানে সঠিক পরামর্শ দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করুন। সঠিক পরামর্শ কেবল ওগুলোই হয় না যা পরিশেষে অনুমোদিত হয়ে যায় বরং প্রত্যেকটি পরামর্শ (তা গ্রহণ করা হোক বা না হোক) যা ধর্মপরায়ণতার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়্যতের সাথে এবং পুণ্য উদ্দেশ্যে আপনারা দিয়ে থাকেন সবই সঠিক পরামর্শ। আর আমি এখানে এজন্যে উপস্থিত হয়েছি যেন আপনাদের পরামর্শগুলো শোনার পর আমি কোন সিদ্ধান্তে পৌছি এবং কোন কাজ করার জন্যে আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প করি। তখন কেবল আমার প্রভু-প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে এবং তাঁরই জীবন্ত শক্তিসমূহ এবং জীবন্ত মহিমা ও শক্তিসমূহের ওপর এ আশা রেখে যেন আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় যা আমি করি বা করাই কল্যাণমন্ডিত হয়। আমি সেই সংকল্প করি এবং মনে মনে দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তাআলা এসব পুণ্য কর্মে আমাদের পথ-প্রদর্শনও করেন। কেননা, পরামর্শগুলোর মাঝে যেখানে তাঁর পথ-নির্দেশনার প্রয়োজন তিনি আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টাসমূহ কল্যাণমন্ডিত করেন আর ওগুলোর এমন মর্যাদাপূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করেন যা তাঁর দৃষ্টিতে মর্যাদাপূর্ণ হয়ে থাকে।

আমাদের পৃথিবীর প্রতিও ভ্রুক্ষেপ নেই আর আমরা পৃথিবীর প্রতি তাকাইও না। আমাদের দৃষ্টি আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি নিবদ্ধ। আমাদের মস্তক তাঁর আস্তানায় পড়ে আছে। আমরা তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতার প্রত্যাশী। আর দৃঢ়-বিশ্বাস রাখি, প্রকৃতই যখন আমরা তাঁর দৃষ্টিতে বিলীনতার মর্যাদা লাভ করে নেব তখন তিনি স্বীয় আশিসে আমাদের মাঝে একটি নব জীবন ও একটি নতুন আত্মা অবতীর্ণ করবেন এবং আমাদের সাহায্যে দলে দলে ফিরিশ্তাদের প্রেরণ করবেন। আর আমাদের দিয়ে সেই কাজ সাধন করাবেন, যে কাজের জন্যে এ যুগে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-কে আবির্ভূত করেছেন। ইসলাম তখন সারা বিভ্রান্ত ধর্মগুলোর ওপর প্রাধান্য লাভ করবে। আর শয়তানকে শেষ পরাজয় বরণ করতে হবে এবং সত্যতার শেষ বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ হবে। অতএব আসুন আমরা দোয়ার সাথে এবং এ দোয়ার সাথে মজলিসে মুশাভিরাতের কাজ শুরু করি, এই বলে, যে কথা আমাদের মস্তিকে আসেনি এবং যে কথা আমাদের মুখে আসে নি আল্লাহ্ তাআলা ওগুলোকেও স্বীয় আসিশক্রমে গ্রহণ করেন। কেননা, তিনি সব গুপ্ত বিষয়ে সর্বজ্ঞ। আর আমাদের জ্ঞান তো সীমাবদ্ধ এবং আমাদের কর্মও দুর্বল" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৬৭ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ৫-৬ উদ্বোধনী ভাষণ]।

১৩। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে:) বলেন,

"মজলিসে শূরার মাধ্যমে যে পরামর্শ নেয়া হয়ে থাকে এতে যুগ-খলীফা ও পরামর্শ দাতাদের মাঝে মজলিসে শূরা এসে যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি সরাসরি পরামর্শ দেয় তার মাঝে আর যুগ-খলীফার মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নেই" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৬৭ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ৬৩]।

১৪। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৭০ সনের মজলিসে শূরাতে বলেন,

"আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের মেধা, বিচক্ষণতা ও আপনাদের নিষ্ঠার উৎসর্গ আর আমাকেও নিজের মেধা, বিচক্ষণতা এবং সংকল্প ও সাহসের উৎসর্গ স্বীয় মহান প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য দান করুন" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৭০ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ৪]।

১৫। শূরার ঐতিহ্যসমূহ

১৯৭৯ সনের মজলিসে মুশাভিরাতে সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন,

এ মজলিসের ঐতিহ্য সম্বন্ধেও ছোট ছোট কথাও এখন আমি আপনাদের বলতে চাই,

ক) "আমাদের শূরার এ ঐতিহ্য যেন আমরা এখানে নগ্ন মাথায় না বসি ।

খ) আমরা নিজেদের মাঝে কথা-বার্তা শুরু করে না দিই।

গ) আলোচ্য যে কোন বিষয়ে যে ভাল ধারণাই যার মাথায় আসুক না কেন সে নির্বিঘ্নে ও ভালবাসার সাথে এবং বুদ্ধির সাথে তা প্রকাশ করে থাকে... লজ্জায় চুপ করে বসে থাকারও প্রয়োজন নেই এবং বিনা কারণে কথা বলারও প্রয়োজন নেই।

ঘ) আমরা গঠনমূলক চিন্তা করি অর্থাৎ প্রত্যেক কথা যা আমাদের প্রত্যেক কর্মের মত আপনাদের জন্যে, মানবতার জন্যে, সারা বিশ্বের জন্যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে কল্যাণপ্রদ।

ঙ) আমাদের এ অনুভূতি আছে আর এ অনুভূতি সব সময় জাগ্রত থাকে, আমাদের ওপর সারা বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

চ) আমাদের সব সময় খুব বেশি বেশি দোয়া করা উচিত বিশেষ করে এসব দিনে" [রিপোর্ট, মজলিস মুশাভিরাত- ১৯৭৯ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ৪-৭]।

১৬। "প্রথম ঐতহিাসিক মহিলা যিনি এ মজলিসে শূরাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন শিক্ষিকা ময়মুনাহ। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্র নেতৃস্থানীয়া কর্মকর্তা ছিলেন এবং আমাদের একজন জীবন উৎসর্গকারী উকিল চৌধুরী গোলাম আহমদ আতা সাহেব মরহুমের মা" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ৭৩]।

শূরার বৈশিষ্ট্য

১। শূরার ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই, শাবিরহুম ফিল আমরি এবং ওয়া আমরুহুম শূরা বায়নুহুম ঐশী আদেশ পালনে উপকরণ যোগান দেয়া হয়।

২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন,

"পাশ্চাত্য রীতির গণতন্ত্র শূরার মাপকাঠি পর্যন্ত জানে না। এর উদ্দেশ্য, এর পদ্ধতি, এর কথাবার্তা বলার ধরন আর বিশেষ করে আল্লাহ্‌কে দৃষ্টিপটে রেখে খোদা-ভীতির সাথে পরামর্শ দেবার কোন ধ্যান-ধারণাই সেখানে পাওয়া যায় না। তাই শূরা কোন গণতান্ত্রিক সংস্থা নয় বরং আকাশ থেকে অবতীর্ণ একটি ঐশী ব্যবস্থা। ওপর থেকে নিচে অবতরণকারী একটি সংস্থা। ওপর থেকে নিচে এটা অবতরণ করে নিচ থেকে ওপরে যায় না। গণতন্ত্র নিচ থেকে মূল (Root) থেকে উঠে" (ভাষণ, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে প্রদত্ত)।

৩। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন,

"আমরা খোদার আশিসে এজন্যে সমবেত হয়েছি, সেই জ্যোতি, পথ-নির্দেশনা, সেই সত্যতা যা আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের পথ-প্রদর্শনের জন্যে পাঠিয়েছেন এর উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা হয়। এর প্রচারের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। আর একে বিস্তার দানের জন্যে প্রস্তাবনাগুলোর বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করা হয়। আর এ প্রসঙ্গে যে পার্থিব, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি সৃষ্টি হয় ওগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু লাভ হয় সেজন্যে নয় বরং এজন্যে যেন সারা বিশ্বকে কল্যাণ বিতরণ করা হয়" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশারীভরাত- ১৯৩০, পৃষ্ঠা ১-২)।

৪। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন,

"এমন উদ্দেশ্যাবলী যাতে জামাতের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এসব প্রসঙ্গে জামাতের লোকদের সমবেত করে পরামর্শ নেয়া হোক যেন কাজে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হয়ে যায় বা এসব বন্ধুর এসব জামাতী প্রয়োজন সম্বন্ধে জানা হয়। তাই এ মজলিসে শূরার আয়োজন করা হয়ে থাকে" [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর মুশাভিরাতের ভাষণ- ১৯২২, পৃষ্ঠা- ৪]।

৫। এভাবে তিনি (রাঃ) বলেন,

"আগের দিনে যেসব কনফারেন্স হতো তাথেকে এতে পার্থক্য রয়েছে। আর তা এই, প্রাথমিক কনফারেন্সগুলো সদর আঞ্জুমানের সেক্রেটারী কর্তৃক আহূত হতো। কিন্তু এটা (অর্থাৎ শূরা) খলীফা কৃর্তক আহূত হয়ে থাকে। সেসব কনফারেন্সের কাজ সীমাবদ্ধ এবং সম্ভবত রীতি ও পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের ছিলো। কিন্তু এর কাজ অনেক

বেশি ও ব্যাপকতর। আর এর কর্ম-পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র ভাষণ, মজলিসে মুশাভিরাতের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা- ৪)।

৬। তিনি আরও বলেন,

"পার্থিব সংগঠন বলে, আজ কাজ করে দেখিয়ে দাও আর লোকদের সামনে রিপোর্ট দিয়ে দাও। কিন্তু আমাকে তো খোদা তাআলার সমীপে রিপোর্ট উপস্থাপন করতে হবে। আর খোদার দৃষ্টিতো ভবিষ্যতের ওপরও রয়েছে। এজন্যে আমার চিন্তা হয়, আজ যে কাজ করছি এটা যেন ভবিষ্যত কালের জন্যে ভিত্তিস্বরূপ হয়। আমাদের কাজ এটা নয় যে, দেখুন আমাদের কী অবস্থা হবে। বরং আমাদের কাজ এটা যে, আমাদের ওপর যে কাজ ন্যস্ত একে এমন পদ্ধতিতে করা হয় যেন খোদা তাআলাকে বলা যায় পরে আগমনকারীরা সাবধানতার সাথে কাজ করলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে না। সুতরাং আমার চিন্তা ভবিষ্যতকে নিয়ে। আর আমার দৃষ্টি ভবিষ্যতের ওপর। আমরা যেন ভবিষ্যতের জন্যে ভিত্তি রচনা করি। ভবিষ্যত প্রজন্ম এসব লোকদের ওপর এ ভিত্তি রাখার কারণে দুরূদ পাঠ করবে। সেই যুগ আসবে যখন খোদা প্রমাণ করে দিবেন, এ জামাতের জন্যে এ কাজ ছিলো মৌলিক ভিত্তিপ্রস্তর" [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:)-এর ভাষণ, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৩০ সনের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ১৯-২০]।

৭। তিনি (রা:) বলেন,

"অন্যান্য লোক এজন্যে জলসা করে থাকে, কাড়াকাড়ি করে স্বয়ং উপকৃত হয়। **আমরা এজন্যে সমবেত হই যেন পৃথিবীতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিষ্ঠা ও ন্যায্য-বিচারের ওপর থাকতে বিশ্বকে বাধ্য করা হয়।** অতএব গোটা বিশ্বকে উদ্দেশ্যে করে আমি বলছি, আমরা সারা বিশ্বের সেবা করি আর আমাদের ওপর আল্লাহ্ তাআলার বড়ই আশিস ও অনুগ্রহ" (মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৩০, পৃষ্ঠা ১৯-২০)।

৮। "হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) শেষ সিদ্ধান্তে পৌছার পূর্বে মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অভিমত প্রকাশ করতে কেবল স্বাধীনতাই দিতেন না বরং কখনও কখনও এমন বন্ধুদের, যারা নীরব প্রকৃতির এবং জনগণের সামনে বক্তব্য রাখতে সংকোচ বোধ করেন অথচ তারা উত্তম অভিমত দিতে পারে তাদের স্বয়ং ডেকে অভিমত প্রকাশ করার জন্যে উৎসাহ দিতেন। আবার এ বিষয়ও দৃষ্টিতে রাখতেন যেন কেউ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শে যোগদান থেকে বঞ্চিত না থেকে যান। কোন কোন সময় গ্রাম্য প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে তাদের মতামত নিয়ে নিতেন। কোন কোন সময় শহুরে বা ছোট ছোট শহরের প্রতিনিধিদের, কখনও ব্যবসায়ীকে ডাকা হত। কখনও কারিগর বন্ধুদের, কখনও উকিলদের, কখনও ডাক্তারদের, কখনও শিক্ষকদের নাম নিয়ে নিয়ে অভিমত দেয়ার জন্যে উৎসাহ দেয়া হতো। কড়াকড়ি যদি

থাকতো তবে এতটুকু চারিত্রিক সীমারেখাগুলো ভঙ্গ করে যেন কেউ প্রস্তাব না করে এবং ব্যক্তিগত বিষয়কে যেন টেনে না আনে" (সওয়ানেহ ফযলে উমর, হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব কর্তৃক প্রণীত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৮)।

৯। যুগ-খলীফা নিজস্ব সিদ্ধান্তের যোগ্যতা সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্যে ঘোষণা দিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) বলেন,

"আমার পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাবের ওপর চিন্তা করা এবং এটা বুঝে নেয়া যে, খলীফার পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এতে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে এজন্যে এর ওপর আমাদের আবার চিন্তা করার কী প্রয়োজন রয়েছে, মনে করা সঠিক নয়। আমার পক্ষ থেকে যেহেতু এটা উপস্থাপন করা হয়েছে কেবল এ কারণে আপনারা এর ওপর চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত বের না করেন বরং আপনাদের মনের গভীর থেকে যেন এ আহ্বান বের হয় যে, এ পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। তাই চুপিসারে নয় বরং সাহসিকতার সাথে কথা-বার্তা বলে নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করে... যখন এর ওপর কাজ করার সময় এসে যায় তখন মতভেদ প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। কিন্তু পরামর্শের দরজা সবার জন্যে উন্মুক্ত যেন নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ৯-১০)।

১০। এভাবে তিনি আরও বলেন,

"মজলিসে শূরা হোক বা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সভা হোক খলীফার মর্যাদা আসলে উভয়টিতে নেতৃত্ব দেয়ার। সাংগঠনিক দিক থেকে তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পথ-প্রদর্শক এবং আইন প্রণেতা। আর বিতর্ক নির্ধারণ করার দিক থেকে তিনি মজলিসে শূরার প্রতিনিধিবৃন্দের জন্যেও সদর ও পথ-প্রদর্শকের মর্যাদা রাখেন" (আল্ ফযল, ১৯৩৮)।

১১। "নিজ কাজের দু'টি অংশের জন্যে যুগ-খলীফা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। একটি অংশ সাংগঠনিক। এর কর্মকর্তা নিযুক্ত করা খলীফার কাজ... খলীফার কাজের দ্বিতীয় অংশ নীতি-নির্ধারণী। এজন্যে তিনি মজলিসে শূরার পরামর্শ নিয়ে থাকেন। অতএব কর্মকর্তাদের মজলিস সাংগঠনিক কাজে খলীফার এমন স্থলাভিষিক্ত যেভাবে মজলিসে শূরা নীতি-নির্ধারণী কাজে খলীফার স্থলাভিষিক্ত (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৩০, পৃষ্ঠা- ৩৬)।

১২। যুগ-খলীফা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায় নাকচ করে দিতে পারেন,

"কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায় তো যুগ-খলীফার নিকট পরামর্শ আকারে উপস্থাপিত হয়। এগুলো গ্রহণ বা নাকচ করার অধিকার তাঁর রয়েছে। তথাপি যখনই যুগ-খলীফা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায় নাকচ করেন তখন সাথে সাথে কারণ বর্ণনা

করে দেন। এর ফলে সব সদস্যের মম্মিলিত রায় এবং অন্তরের প্রশান্তির সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত- ১৯৩৬, পৃষ্ঠা- ৫৭ ও রিপোর্ট, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৮৩-৯১)।

১৩। "সেসব লোক জামাতে আহমদীয়ার এ আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা পার্থিব মাপকাঠিতে বিচার করে এবং এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে যে, রায়সমূহ নাকচ করার অধিকার যদি যুগ-খলীফার থাকে তাহলে এরূপ পরামর্শের উপকারিতা কি? আর পরামর্শের এ পদ্ধতিকে কেবল একটি পর্দা মনে করে যেন তা স্বৈরাচারকে লুকিয়ে রেখেছে। জামাতে আহমদীয়ার মজলিসে মুশাভিরাতের কার্যক্রম পাঠ করে দেখা অবশ্যই তাদের চক্ষু উন্মীলনকারীতে পরিণত হওয়ার কারণ হতে পারে। তারা বিস্মিত হয়ে এর মাহাত্ম্যকে প্রত্যক্ষ করবে যে, যুগ-খলীফা ৯৯ শতাংশ রায়ের চেয়েও অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের রায় সমর্থন করেন। আর যখন সংখ্যাগরিষ্ঠদের রায়ের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন তখন এমন শক্তিশালী যুক্তি নিজের মতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ই নয় বরং গোটা মজলিস সম্মিলিতভাবে যুগ-খলীফার রায়কে প্রাধান্য দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়" (সওয়ানেহ ফযলে উমর, হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ প্রণীত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৯)।

১৪। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) বলেন,

"পরামর্শের উদ্দেশ্য ভোট গ্রহণ করা নয়। বরং কল্যাণজনক প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে অবগত হওয়া। পরে কোন কোন লোকের কথা গ্রহণ করা হোক বা একজন লোকের কথাই গ্রহণ করা হোক। এটাই ছিলো সাহাবাগণের রীতি এবং কুরআন থেকেও অবগত হওয়া যায়" (রিপোর্ট, মুশাভিরাত- ১৯২২, পৃষ্ঠা- ১৩)।

১৫। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) বলেন,

"এ ব্যবস্থার কোন দৃষ্টান্ত বিধর্মী ব্যবস্থায় দূরতমও পরিদৃষ্ট হতে পারে না। এর একটি সামান্য ইঙ্গিতও পরিদৃষ্ট হয় না। এ ব্যবস্থা বড়ই পাক্কা। এটা খোদা তাআলার সাথে সম্পর্কিত। এর ভিত্তি তাকওয়ার ওপর। আমার কথা অবশ্যই যেন গ্রহণ করা হয় এজন্যে পরামর্শদাতা এ কথার ওপরও জোর দেয় না। সে মনে করে আমি দায়িত্ব পালন করেছি। আমি বিশ্বস্ততার সাথে যে বিষয় ভাল মনে করছি তা উপস্থাপন করেছি। যিনি পরামর্শ শুনেছেন তিনিও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্‌র সমীপে তাঁকে হাজির নাজির জেনে যে সিদ্ধান্ত করেন তাতে কল্যাণ হবে" (মজলিসে শূরার ভাষণ, ১৯৯৬, ব্রাসেলস, পৃষ্ঠা- ৮)।

১৬। এভাবে তিনি আরও বলেন,

"প্রকৃতপক্ষে পরামর্শের মৌলিক কারণ আর্থিক খরচাদির প্রসঙ্গে। আর এ শূরার সাথে অবশিষ্ট পৃথিবীর সংগঠনসমূহের একটি বিশেষ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সব আইন

পরিষদই তাদের পরামর্শ সভায়ই সিদ্ধান্ত নেয়। আর নির্বাচিত সংস্থাগুলো যে কোন প্রকারেই ওগুলোর নির্বাচন হয়ে থাকুক না কেন অর্থাৎ গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে আইন পরিষদ গঠন করা হয় এর অধিকার এই থাকে, যেন সব রকম আইন তারা তৈরী করে। কিন্তু মুসলমানদের মজলিসে শূরাতে আইন তৈরী করার কোন সুযোগ নেই। এর আলোচনা করাও সম্ভব নয়। কেননা, যে সত্তা আদেশদাতা তিনি তো আইন প্রবর্তন করেই দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক মজলিসে শূরার দু'টি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে-এর নাম মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট যা-ই রাখা হোক না কেন সাধারণ আচার আচরণের সাথে সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজেট...।

মুসলমানদের জন্যে শূরার মাঝে যেহেতু আইন প্রণযন এই অর্থে তো সম্ভবই নয় যে, তারা খোদা তাআলা কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তে কোন হস্তক্ষেপ করে। আর এতে কিছু বাড়ায় বা এথেকে কোন কিছু কম করার প্রস্তাব করে। এটাতো চিরস্থায়ী শরীয়ত। অতএব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে। এ হলো বাজেট। আর আর্থিক ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার লক্ষ্যে তারা আপষে পরামর্শ করার পরে সিদ্ধান্ত করে এবং এ দিক থেকে সারা জাতি বিশ্বস্ততার বাঁধনে আটকে পড়ে। আর অবিকল এ একটি সংগঠন আল্লাহ্ তাআলার আশিসে জামাতে আহমদীয়ায় সবখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই মধ্যিখানে **আমরুহুম শূরা বায়নাহুম** দাখিল করা খূবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু" (খুতবা জুমুআ ১৯৯৫)।

... ...

নাকচকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায়ের দৃষ্টান্ত

১। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে:) বলেন,

"এক জুমুআর দিনে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভোর থেকে নিয়ে জুমুআর পর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ করেন। তিনি মুহাজিরদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন যে, উহুদের যুদ্ধের জন্যে আমরা মদীনায় বসে যুদ্ধ করবো নাকি মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করবো। মুহাজিরদের অধিক সংখ্যক লোকের পরামর্শ ছিলো, আমাদের মদীনা থেকেই যুদ্ধ করা উচিত। আনসারদেরও অধিকাংশ লোকের মতামত ছিলো যেন মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করা হয়। কিন্তু আনসারদের কয়েকজন যুবক কোনভাবেই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলা যায় না, নিজেদের যৌবনের তেজ ও কুরবানীর আবেগে, ত্যাগের মহিমায় এবং শহীদ হওয়ার প্রেরণায় পরামর্শ দিলেন যেন হুযূর মদীনার বাইরে গিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেন। সেসব যুবক বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি। এজন্যে সম্ভবত তাদের ধারণা ছিলো, মুসলমানরা কাফিরদের মোকাবেলায় মদীনা থেকে যুদ্ধ করলে সম্ভবত

কাফিররা মদীনা অবরোধ করে ফেলবে এবং সম্ভবত তারা যুদ্ধ ছাড়া ফিরে চলে যাবে। তাদের প্রাণে এ লিপ্সা ছিলো যে, যুদ্ধ হোক। আমরা কিছু মেরে ফেলি এবং আমাদের মাঝ থেকে যাদের ভাগ্যে শাহাদত লেখা হয়ে গেছে তাদের কিছু শহীদ হোক। ইতিহাস সাক্ষী, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সেই যুবকদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং বড় বড় মুহাজির ও আনসারদের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। তাঁর (স:) এরূপ করার মাঝে অনেক প্রজ্ঞা নিহিত ছিলো। চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করতে পারে যে, প্রজ্ঞাগুলো কী ছিলো" [রিপোর্ট, মুশাভিরাত- ১৯৭৬ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭ সংক্ষিপ্ত]।

২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের মতামতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার প্রসঙ্গে ১৯৩৬ ঈসাব্দের মজলিসে মুশাভিরাতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়ার সাথে সাথে বলেন,

(ক) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মে সালমাহ্ (রা:)-এর সাথে পরামর্শ করেন এবং পুরুষদের অধিকাংশের মতামতকে নাকচ করে দেন।

(খ)...হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা:) উসামা (রা:)-এর সেনাবাহিনীর ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায়কে নাকচ করেন।

(গ) এটা প্রস্তাব ছিলো, প্রাদেশিক আমীর যদি কোথাও থাকে আর সেখানকার স্থানীয় আমীর অন্য কেউ হয় তাহলে জুমুআর নামায পড়ানোর আসল অধিকারী হবেন স্থানীয় আমীর। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:)-এর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দেন (এ বলে), প্রাদেশিক আমীর যেখানেই থাকুন না কেন জুমুআর খুতবা দেবার অগ্রাধিকার তারই" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৩৬, পৃষ্ঠা- ৫৭)।

[টীকা: এ বিষয়ের নির্দেশাবলীর জন্যে দেখুন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী। রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ৭৭, খুতবা জুমুআ, ২৯ মার্চ, ১৯৯৬, আরও আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ১৭-২৩ মে ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৮ দ্রষ্টব্য]

৩। ১৯২৬ সনের মুশাভিরাতে একটি প্রস্তাব এসেছিলো নাযারতে দাওয়াত ও তবলীগকে অনুমতি দেয়া হোক যেন এটা হযরত খলীফাতুল মসীহ্-এর ভ্রমণসূচী প্রস্তাব করে ওগুলোর ওপর ব্যবস্থা নেয়। এ প্রস্তাবের পক্ষে ১০৫ ও বিরুদ্ধে ৭৫টি ভোট ছিলো। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) এ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়কে নাকচ করে বলেন... [রিপোর্ট শূরা-১৯২৬, ছাপা হয়েছে, আহমদীয়া গেজেট, কাদিয়ান ১৯২৭, পৃষ্ঠা ২৬-৩০]।

৪। একবারের প্রস্তাব ছিলো, করাচী, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিকে স্থানীয় প্রয়োজনের জন্যে তাদের চাঁদার এক তৃতীয়াংশ গ্রান্ট হিসেবে দেয়া হোক। একে নিজের পক্ষ থেকে নাকচ করার পরিবর্তে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) প্রস্তাবের ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ ও নেতিবাচক ফলাফলগুলো যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৫৭, পৃষ্ঠা- ৯১)।

শূরায় অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যকরণীয়

সাইয়্যেদেনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) ১৯২২ সনের মজলিসে মুশাভরাতে ১৪টি মৌলিক পথ-নির্দেশনা দেন। এতে শূরায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যে অবশ্যকরণীয় মৌলিক নীতিমালা প্রতিভাত হয়। এসব পথ-নির্দেশনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

ক) ...কেবল আল্লাহ্‌র জনোই অংশগ্রহণ করে।

খ) ...খোলা মন নিয়ে দোয়া করে অংশ নেয়। ব্যক্তিগত বিষয়াদি অন্তর থেকে বের করে দেয়।

গ) ...নিজের অভিমতকে চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্য না হয়। যে কারও মতামত কল্যাণপ্রদ হতে পারে।

ঘ) ...কারও খাতিরে অভিমত না দেয়।

ঙ) ...অন্য কোন প্রজ্ঞার প্রভাবাধীন মতামত না দেয় বরং যে প্রশ্ন উঠেছে এর জন্যে কোন্ কথা কল্যাণজনক এটা দৃষ্টিপটে থাকে ।

চ) ...যে কেউ তা উপস্থাপন করুক না কেন সত্য কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ না করে।

ছ) ...তড়িঘড়ি করে যেন অভিমত না দেয়া হয় এবং অন্যের কথার ওপর ভিত্তি করেও অভিমত না দেয়া হয়।

জ) ...নিজস্ব মতামতকে সুদৃঢ় ও নির্ভুল মনে না করে। কখনও কখনও সাধারণ মানুষের মতামতও সঠিক ও কল্যাণজনক হতে পারে।

ঝ) ...আবেগের দাসত্ব করা উচিত নয়। বরং সব সময় প্রকৃত বিষয়কে স্মরণ রাখা উচিত। অবশ্য আবেগসমূহকে সমর্থনকারী হিসেবে উপস্থাপন করা ও কল্যাণ লাভ করা বৈধ।

ঞ) ...সেসব কথা বলা হয় যাতে ধর্মীয় কল্যাণ বেশি।

ট) ...অভিমত যেন ভুল না হয় এবং শত্রুর মোকাবেলায় উচ্চ প্রভাব সৃষ্টিকারী ও শক্তিশালী হয়।

ঠ) ...শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিতর্ক করা ঠিক নয় বরং প্রকৃত ব্যাপারটি দেখা দরকার যে, এটা কল্যাণপ্রদ না ক্ষতিকারক।

ড) ...কোন বিশেষ কথা ছাড়া কেবল পুনরাবৃত্তির জন্যে দাঁড়ানো উচিত নয়। এ-ও আবশ্যক নয় যেন সবাই কথা বলে।

ঢ. ..."নিজের ও অন্যের সময়কে বাঁচানো উচিত" (রিপোর্ট, মজলিসে শূরা, ছাপা ১৯২২, পৃষ্ঠা ৮-১৩)।

সাইয়্যেদেনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) এসব পথ-নির্দেশনা প্রত্যেক মজলিসে শূরার জন্যে অবশ্য-পালনীয় বলে নির্ধারণ করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে যে নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে নিচে এরও উল্লেখ করা হলো,

১। ..."প্রত্যেক পরামর্শদাতা 'ইস্তিগফার' করতে করতে যেন উপস্থিত হন অর্থাৎ যেন আধ্যাত্মিকভাবে ওযূ করে নেন"।

২। ..."প্রত্যেক পরামর্শদাতা নিজ পুণ্যগুলোকে স্মরণ করেন আর খোদার সমীপে সিজদাবনত হন এবং সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে খোদার নিকট উপস্থিত হন"।

৩। ..."প্রত্যেক পরামর্শদাতা যখন কিছু পরামর্শ দিয়ে বসেন তখন আবার এ আবেদন করেন, আমরা পরামর্শ তো দিয়ে দিলাম এখন গ্রহণকারী গ্রহণ করুন বা না করুন আমরা সন্তুষ্ট আছি। এ প্রেরণা নিয়ে যদি আপনারা মজলিসে শূরাতে উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং এর উচ্চ মূল্যবোধ জীবিত রাখেন তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি মজলিসে শূরা জামাতের মূল্যবোধ হেফাযত করতে এবং জামাতের সদা জীবনের জামীনে পরিণত হবে" (১৯৯৩ সনের ৩০ এপ্রিল প্রদত্ত জুমুআর খুতবা)।

৪। ..."মজলিসে শূরাতে যখন যোগদান করেন তখন আপনি দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো আমিত্বের দুর্বলতা। আপনাকে আপনার আত্মা বার বার ধোঁকা দিবে। আপনাকে ঔদ্ধত্য শিখাবে, আপনাকে আপনার দুর্বল, স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ভাইয়ের প্রতি হাসাতে উদ্বুদ্ধ করবে। হেয় প্রতিপন্ন করতে বাধ্য করবে। ত্রুটিপূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনকারীকে ঠাট্টা-মস্করা করতে প্ররোচিত করবে। কয়েক প্রকার শয়তানী প্ররোচনা রয়েছে, যা এরূপ সভা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ওপর চিন্তা-ভাবনা হয়ে থাকে সেখানে মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্কসমূহে দখল নিয়ে বসবে। আর এগুলো এমন প্ররোচনা যা জাতিসমূহকে পথভ্রষ্ট করার কারণে পরিণত হয়ে থাকে। অতএব মজলিসে শূরাতে এসব প্ররোচনা থেকে ইস্তিগফার ও ক্ষমা

প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের হেফাযত করুন" (১৯৯৩ সনের ৩০শে এপ্রিল প্রদত্ত জুমুআর খুতবা)।

৫। ..."সেসব অন্তর যা আপষে সংবদ্ধ হয় তাদের পরামর্শই আসল পরামর্শ। পরামর্শ তা-ই হয়ে থাকে যা মন থেকে উঠে আসে, যা পরস্পরে ভালবাসা ও প্রীতির সৃষ্টি করে প্রকৃত সহমর্মিতার সাথে পরামর্শ দেয়" (জুমুআর খুতবা, ১৯৯৪)।

৬। ..."নিজের পরামর্শগুলো বিশ্বস্ততার সাথে দিবেন। আর বিশ্বস্ততার সাথেই স্বীয় বক্ষে ধারণ করে চলে যাবেন। এমনসব বিষয় প্রকাশ করুন যা সাধারণভাবে প্রকাশ করার জন্যে মজলিসে শূরা বা মজলিসের সভাপতি নির্দেশ দেন। আপনাদের ওপর খোদার পক্ষ থেকে অর্পিত বিশ্বস্ততা আপনার অন্তরে সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক" (জুমুআর খুতবা, ১৯৯৪)।

৭। ..."জামাতে আহমদীয়ার শূরার পরিবেশ পবিত্র। এখানে সব সত্তার একটি প্রাণের আকাবে পরিণত হয়ে যাওয়া এবং বড়ই ভালবাসা ও খোদাভীতির সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করা হয়। এর একশ' ভাগের এক ভাগও আপনি অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না" (জুমুআর খুতবা, ১৯৯৪)।

৮। ..."এক ভাই-এর মনকষ্টের কারণ হয় এমন কোন কথা বলবেন না"।

৯। ..."যেখানে সভাপতি আপনাকে থামতে বলেন, সেখানেই থেমে যাবেন। এতেই কল্যাণ। এতেই একটি মর্যাদপূর্ণ ব্যবস্থা দৃশ্যমান হয়"।

১০। ..."একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। একে অপরের উদ্ধৃতি দেয়ারও প্রয়োজন নেই"।

১১। ..."যে যুক্তি মনে আসে সে যুক্তি উপস্থান করুন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বলূন ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করুন"।

১২। ..."যে সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে নিন। পদ্ধতিটি কী হবে তো জেনে নিন"?

১৩। ..."অনুমতি না নিয়ে বাইরে যাবেন না"।

১৪। ..."মতভেদ সংক্রান্ত নোট না লিখিয়ে এলে সাব-কমিটির সদস্য কমিটির পক্ষেই বলবেন"।

১৫। ..."প্রস্তাবের ওপর নিজের চিন্তা-ধারা প্রসঙ্গে বলার জন্যে নাম চাইলে নিজের নাম লিখিয়ে দিন"।

১৬। ..."(সাব-কমিটির জন্যে) অন্যের মাধ্যমে নিজের নাম উপস্থাপন করানো দোষণীয়। যদিও কেউ নিজের নাম বা অন্য কারও নাম উপস্থাপন করে তাহলে

দোষণীয় নয়" (৬-১৬নং বিষয়গুলো মজিলসে শূরা উপলক্ষ্যে ১৯৯৬ তারিখে বেলজিয়ামে প্রদত্ত ভাষণ)।

১৭। ..."যাদের কাছ থেকে খলীফা পরামর্শ চান, তাদের কর্তব্য তারা যেন বিশ্বস্ততার সাথে সঠিক পরামর্শ দেন। আর যখন পরামর্শ চাওয়া হয় তখন কারও বিরুদ্ধে মতামত থকলে তা বলে দিন। কিন্তু আমার কথা না গ্রহণ করা ভুল হবে অন্তরে এ ধারণা পোষণ করবেন না "।

১৮। ..."আপনি ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করলে বর্ণবাদকে আপনার চৌকাঠের নিকটও আসতে দিবেন না। সেই বিষের সাথে আধ্যাত্মিকতার সাথে সব সময় সংঘাত। বর্ণবাদ ও আধ্যাত্মিকতা কখনও এক সাথে বেড়ে উঠতে পারে না" (জুমুআর খতবা, ১৫-০৪-৯৯৪)।

১৯। ..."নির্বাচিত সদস্যদের শূরায় উপস্থিত থাকা একান্ত জরুরী। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বললেন, শূরার যেসব সদস্য এখন এ অধিবেশনে উপস্থিত নেই তাদের খোঁজ করা হোক, তারা কারা। আর ভবিষ্যতে তাদের শূরার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক" (রিপোর্ট, মুশাভিরাত-১৯৫৮, পৃষ্ঠা ৩২)।

২০। ..."হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৪০ সনের মজলিসে শূরার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন,

"অতএব আমি জামাতকে আপনাদের মাধ্যমে এ বাণী পৌছাচ্ছি, খোদা তাআলার যে কাজ তাতো অবশ্যই তিনি পূর্ণ করবেন। কিন্তু আমাদের সাথে সম্পর্কিত যে কাজ আমরা বিশ্বস্ততার সাথে সে কাজ সম্পন্ন না করলে আল্লাহ্ তাআলার আশিসসমূহের অবতরণে বিলম্ব হবে। অতএব নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে সচেতন হও এবং প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে সব সময় যোগ্য লোককে নির্বাচিত করো। আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, আমার ধারণা এই, জামাত শূরার গুরুত্ব এখনও উপলব্ধি করতে পারে নি। তারা একে কেবল একটি সমাবেশ মনে করে। এতে তারা নিজেদের জামাতের প্রতিনিধি প্রেরণ না করলে তাদের জামাতের সম্মান হানি ঘটবে এ জন্যে তারা পরিপূর্ণ চিন্তাভাবনা না করেই প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন" (রিপোর্ট, মুশাভিরাত-১৯৪০ উদ্বোধনী ভাষণ)।

২১। ...হযরত খলীফাতল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৭৩ সনের মুশাভিরাতে বলেন,

"প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য, যে ভাল কথাই তার মস্তিষ্কে উদিত হয় বা কোন ভাল প্রস্তাব মনে এলেই তা যেন উপস্থাপন করে। এটা খোদা তাআলার আশিস যে, প্রতিনিধিদের মাঝে কপটতার কোন ব্যারাম নেই" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত (ছাপা হয় নি) ১৯৭৩]।

২২। ...পুনরায় বলেন,

"কথা সাহসিকতার সাথে বলুন আর অবশ্যই বলুন। কিন্তু সংক্ষেপ ও প্রাসঙ্গিক করুন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর মতামত দিবেন না" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২৩ (ছাপা হয় নি]।

২৩। ...হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) ১৯৮৪ সনে মজলিসে শূরায় বলেন,

"যেসব সদস্য নিজস্ব ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করতে চান তারা হয়তোবা সংশোধনীর পক্ষে বলতে পরেন। আর সংশোধন করতে চাইলে তাদের লিখিতভাবে আবেদন করা আবশ্যক" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৪২ (ছাপা হয় নি)]।

২৪। ...হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন,

"মজলিসে যে রঙ্গে কথা-বার্তা বলা হয়েছে এবং যে ফলাফল বের করা হয়েছে আর যেসব প্রয়োজন জামাতের সামনে ধরা পড়েছে ফিরে গিয়ে এসব বিষয় জামাতের নিকট অবহিত করা প্রতিনিধিবৃন্দের জন্যে আবশ্যক" [রিপের্ট, মুশাভিরাত-১৯৭৩ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ২০]।

২৫। ...এমনিভাবে দোয়ার আকারে বলেন,

"সেই দোয়া যা আমার মনে রয়েছে, তা আমি মুখেও নিয়ে আসছি। যারা মজলিসে শূরার প্রিতিনিধি হয়ে এসেছেন তাঁদের সবাইকে এসব কল্যাণ ও স্বভাবের উত্তরাধিকারী করো যা সৎ উদ্দেশ্যের সাথে খোদার পথে পরামর্শদাকারীদের জন্যে নির্ধারিত আছে" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৭৩ (ছাপা হয় নি)]।

২৬। ...'দোয়ার আকারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন,

"আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সাথী হোন। আপনাদের মঙ্গল ও সুস্থাবস্থায় আনন্দের সাথে এবং স্বীয় হেফাযতের ব্যবস্থাপনার অধীনে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আর আপনারা ফিরে গিয়ে জামাতে একটি নতুন জীবনের ঢেউ জাগানোর কারণে পরিণত হন এবং এর ফলে আমরা আল্লাহ্ তাআলার নতুন নতুন আশিস সব সময় আপনাদের ওপর বর্ষিত হতে দেখতে পাই। খোদা করুন যেন এমনই হয়" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৪ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ৩০৫]।

মজলিসে শূরার জন্যে মৌলিক নির্দেশাবলী

বর্তমান অবকাঠামোগত আকৃতিতে আহমদী জামাতের মজলিসে শূরা প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিলো ১৯২২ ঈসাব্দে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) এটা প্রতিষ্ঠা করেন। আর এর উদ্বোধনী ভাষণে যেসব মৌলিক নির্দেশাবলী প্রদান করেছিলেন তা আজও

মৌলিক গুরুত্ব বহন করে। এ ১৪টি নির্দেশ হুযূর (রা:) পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৩ ঈসাব্দেও পুনরায় বর্ণনা করেন,

১। ..."প্রত্যেক ব্যক্তি যেন খোদার দিকে ধ্যান নিবদ্ধ করে ও দোয়া করে, আল্লাহ্! আমি তোমার উদ্দেশ্যে এসেছি, তুমি আমাকে পথ দেখাও। কোন ব্যাপারে আমার দৃষ্টি যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে না যায়। কোন ভুল মতামতও যেন না দিই। আর যাতে ধর্মের ক্ষতি সাধিত হয় একে গ্রহণ করার জন্যে যেন চাপ প্রয়োগও না করি। আর কোন এমন অভিমত দেয় হয় যা আসলে ত্রুটিপূর্ণ অথচ তোষামুদে কথায় বা বাগ্মিতার কারণে এর সাথে ঐকমত্য হয়ে যাই এমনও যেন না হয়। আমি তোমার কাছে দোয়া করি, আমার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়, নিজের সুনাম ও সম্মানের ধারণা সৃষ্টি হয় বা বাহাদূরীর ধারণা সৃষ্টি.হয় বা বাহাদূরীর ধারণা এসে যায় এমনও যেন না হয়। আমার অভিমত ত্রুটিযুক্ত ও ক্ষতিকারক এমনও যেন না হয়। কারও ভুল মতামতের সমর্থন করি এমনও যেন না হয়। আমার উদ্দেশ্য যেন সাধু হয়। আমার অভিমত সাধু হয়। আর তোমার ইচ্ছার মাধ্যমে হয়। এ দোয়া প্রত্যেক বন্ধুর করে নেয়া উচিত। কেবল আজই নয় যখনই আমাদের জামাত পরামর্শ করে সর্বদা এ দোয়া করা উচিত"।

২। ..."প্রথম উপদেশ দোয়ার প্রসঙ্গে। কিন্তু এর সাথে সৎকর্ম যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন দোয়া গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে না। যেমন, মানুষ দোয়া করে যেন তার ধর্মের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু কার্যত একটি পয়সাও খরচ করার জন্যে প্রস্তুত না হলে তার কিভাবে সৌভাগ্য লাভ হবে? তাই দোয়ার সাথে সৎকর্মের আবশ্যক। এজন্যে আমি উপদেশ দিচ্ছি, আজও এবং কালও আর যখনই কোন পরামর্শ হয়, ব্যক্তিগত বিষয়কে মন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দিন। লোকেরা কোন কোন কথা মনে গেঁথে নিয়ে থাকে যে, এটা গ্রহণ করিয়েই ছাড়বো। কিন্তু পরামর্শের অর্থ এটা নয়। বরং নিজের মস্তিষ্ককে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে বলা এবং সঠিক কথা বলা উচিত। সাধারণভাবে লোকেরা সিদ্ধান্ত করে বসে, একথা গ্রহণ করাবোই। আবার এর জন্যে চাপও প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু আমাদের জামাতের এটা করা উচত নয়। বরং সঠিক কথা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং গ্রহণ করানোও আবশ্যক"।

৩। ..."যখন পরামর্শের জন্যে বসে যে কাজের জন্যে পরামর্শ করা হচ্ছে এতে কার অভিমত কল্যাণপ্রদ হতে পারে এ উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয়। এটা নয় যে, আমার অভিমত গ্রহণ করা হোক"।

৪। ..."আজও আর আগামীতেও প্রত্যেক সময় যখন পরামর্শ নেয়া হয় তখন কারও খাতিরে পরামর্শ দেয়া উচিত নয়, এ কথা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। পরে কেউ কেউ বলে থাকে, এতো আমার মতামত ছিলো না অমুক বন্ধু বল্লেন তাই দিয়ে দিলাম।

টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করা এত ভয়ানত নয় যতটা একথা ভয়ানক। কিন্তু একে এত তুচ্ছ মনে করা হয় যে, বড় বড় বিজ্ঞ লোক পর্যন্ত এ অপরাধ করে থাকে। হিন্দুস্তানের পার্লামেন্ট সম্বন্ধে কথিত আছে, একজন সদস্য বল্লেন, আমার মতামত এটা ছিলো না। যেহেতু অমুক বন্ধু বল্লেন তাই আমি তার খাতিরে এ মতামত ব্যক্ত করেছি। আশ্চর্য! সে এ কথা বলতে কোন দোষও মনে করে নি অথচ এটা বড়ই অবিশ্বস্ততা। আমাদের লোকেরা এটা পরিহার করুন। আর কারও খাতিরে নয় বরং যে অভিমত সঠিক মনে করা হয় যেন তা দেয়া হয়।

৫। ..."অন্য কোন প্রজ্ঞার বশবর্তী হয়ে মত দেয়া উচিত নয়। বরং যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এর জন্যে কোন্ কথা উপকারী তা যেন দৃষ্টির সামনে থাকে। এর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন, একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে (এই বলে যে) অমুক কাজ চালু করা তো উপকারী মনে করে। কিন্তু এটাও মনে করে যে, কাজটা চালু করা হলে অমুক এতে নিযুক্ত হবে তাই এর বিরোধিতা করা হয়। এটা অবিশ্বস্ততার কারণেও করা হয় এবং কখনও সেই ব্যক্তিকে উপযুক্তও মনে করা হয় না। কিন্তু এ ছাড়া তার বক্তৃতার যখন প্রশ্ন আসে তখন বিতর্ক করে বা এভাবে বলে, সেটা চালু করাই উচিত নয়। কেননা, অমুক ছাড়া আর কেউ নেই যাকে এ কাজে লাগানো যেতে পারে অথচ সে উপযুক্ত নয়। সে বলে, এ কাজটাই সঠিক নয়। যেহেতু এটা অবিশ্বস্ততা তাই এটা হওয়া উচিত নয়। অথবা এভাবে বলে, একটি মিশন নিযুক্ত করা দরকার। এতদুদ্দেশ্যে অমুককে নিযুক্ত করা উচিত। এতে তার উদ্দেশ্য তো এই, অমুক যেন না যায়। কিন্তু বিতর্ক এভাবে আরম্ভ করে দেয় যে, মিশন প্রতিষ্ঠা করাই ঠিক নয়। এমন হওয়া উচিত নয়। আসল ব্যাপারে সঠিক অভিমত দেয়া আবশ্যক"।

৬। ..."যেকথা সঠিক তা যে কেউই উপস্থাপন করুক না কেন এটা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। যেমন, একটি কথা এমন ব্যক্তি উপস্থাপন করে যার সাথে কোন মতভেদ হয় কিন্তু কথাটা সঠিক। কেউ যদি এটা এজন্যে পরিত্যাগ করে যে, উপস্থাপনকারীর সাথে তার মতবিরোধ রয়েছে সেক্ষেত্রে সে অবিশ্বস্ততা করছে"।

৭। ..."কোন মতামত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তড়িঘড়ি করা বাঞ্ছনীয় নয়। কোন কোন লোক প্রথমে মতামত দেয় না। কিন্তু কথা শুনেই তড়িঘড়ি করে মতামত দিয়ে দেয়। লোকদের কথা শুনা উচিত। এটা যাচাই করে এরপর মতামত দেয়া উচিত। এমন না হয় যে, অন্যান্যদের মতামতকেই অস্বীকার করে।

একতো আমি এটা বলেছিলাম, অন্যের জন্যে যেন মতামত না দেয়া হয়। আবার আর একটি কথা এই, অন্যের কথার ওপর যেন মতামত প্রতিষ্ঠিত করা না হয়। যেমন, এক ব্যক্তি বলে, অমুক কাজে অনিষ্ট আছে। অন্য একজন অনিষ্ট সম্বন্ধে উপলব্ধি না করেই বলে, হ্যাঁ, অনিষ্ট আছে। তার স্বয়ং নিজ স্থানে সত্যাসত্যের পরীক্ষা করা উচিত"।

৮। ..."আমাদের অভিমত সুদৃঢ় ও নির্দোষ কখনও মনে একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে না। কেউ কেউ এতে হোঁচট খায়। (তারা) বলে, আমাদের মতামত ভুল হতে পারে না। আর সত্য থেকে দূরে সরে যায়। কখনও দেখা গিয়েছে, শিশুরাও আশ্চর্য কথা বলে দিয়ে থাকে। রসূলে করীম সল্লাল্লহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের নিকট থেকে পরামর্শ চাইতেন। হুদায়বিয়ার সময়ে যখন লোকেরা ক্রুদ্ধ ছিলেন তখন হযরত রসূলে করীম (সঃ) হযরত উম্মি সালমাহ্ (রাঃ)- কে প্রশ্ন করেন, কী করা যায়? তিনি (রাঃ) বল্লেন, কারও সাথে কথা না বলে আপনি প্রথম গিয়ে কুরবানী করুন। তিনি (সঃ) এমনই করলেন। পরে সবাই কুরবানী করলেন। তাই নিজের কোন মতামতের ওপর হঠকারিতা ও জিদ করা উচিত নয়। কেননা, বড়দের মতামতেও ভুল হয়ে যায়। আবার কখনও সাধারণ লোকের মতামত সঠিক ও উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। মজলিসে জ্ঞানের প্রসারের প্রতি লক্ষ্য রেখে বসা আবশ্যক। মানুষ অন্যের প্রত্যেক কথাই গ্রহণ করতে থাকে। অবশ্য এটাও দোষণীয়। সত্য ও জ্ঞানপূর্ণ কথাকে স্বীকার করো এবং মূর্খতাপূর্ণ কথা গ্রহণ করো না।

৯। ..."সব সময় বাস্তবতাকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা উচিত। আবেগানুভূতির দাস হওয়া উচিত নয়। কোন কোন লোক অনুভূতিকে জাগ্রত করে দেয় এবং লোকের বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দেয় না। আমিও একবার অনুভূতি কর্তৃক উপকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু সাথে সাথে যুক্তিপ্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছিলো। অনুভূতিকে সমর্থন সাপেক্ষে উপস্থাপন করা আর এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু কেবল এর প্রতি ঝুঁকে পড়া বা একে জাগ্রত করে মতামত বদলিয়ে দেয়া অবিশ্বস্ততা। কেউ এটা যদি অবহিত থাকে যে, তার যুক্তিগুলো দুর্বল তখন সে আবেগসমূহকে উদ্বেলিত করলে তা হয় তখন অবিশ্বস্ততা। আর কেউ যদি এটা জানে, যুক্তিসমূহ ভুল কিন্তু আবেগসমূহের দিকে ঝুঁকে গিয়ে মতামত দিয়ে দেয় তাহলে এ-ও অবিশ্বস্ততা"।

১০। ..."দু'প্রকারের কথা হয়ে থাকে। এক তো কথা যাতে পার্থিব স্বার্থ অধিক হয়ে থাকে এবং ধর্মীয় স্বার্থ কম। যেহেতু আমরা ধর্মীয় জামাত এজন্যে আমাদের এ কথার ওপর মতামত দেয়া উচিত যাতে ধর্মীয় উপকার অধিক"।

১১। ..."সব সময় এ কথা দৃষ্টির সামনে রাখা উচিত, আমাদের প্রস্তাবসমূহ কেবল ভালই যেন না হয় বরং যার মোকাবেলায় আমরা দাঁড়িয়েছি তার প্রস্তাবসমূহ থেকে অগ্রগণ্য ও আরও প্রভাব সৃষ্টিকারী হয়। আর আমাদের কাজ এমন হওয়া আবশ্যক যেন শত্রুর কাজের চেয়ে শক্তিশালী হয়। যেমন, এমন জায়গায় যদি একটি বাড়ী নির্মাণ করে যেখানে পানির উৎস পাওয়া যায় না। সেটা যদি অধিক মজবুত না-ও হয় তাহলেও ভাল যেখানে পানির উৎস জোরে প্রবাহিত হয় সেখানে (বাড়ী) যদি মজবুত না বানানো হয় তাহলে তা ভুল হবে। অতএব আমাদের মজলিসে শূরাতে এমন হওয়া উচিত নয় যে, এতে শুধু ভুলই না হয় বরং এটাও যেন হয় এমন উন্নত ও শক্তিশালী

প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত হয় যা শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে। আবার আরও একটি কথা এই, শত্রুর মোকাবেলায় আমাদের চেষ্টা ও প্রস্তাবসমূহ যেন উন্নত ধরনের হয়। দ্বিতীয়ত বিষয়টি এই, আমাদের বিগত দিনের প্রস্তাব থেকে নতুন প্রস্তাব যেন উন্নত স্তরের হয়। এ দু'টি কথা ভুলে যাওয়ার কারণে জাতির অধঃপতন সাধিত হয়। এ থেকে যদি একটিকে পরিত্যাগ করা হয় তাহলেও অধঃপতন আরম্ভ হয়ে যায়"।

১২। ..."মতামত দেবার সময়ে এ দিকেও দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য, যে কথা সামনে এসেছে এটা বাস্তবক্ষেত্রে কল্যাণজনক না ক্ষতিকারক। মোকাবেলায় এসে কোন সাধারণ কথায়ও বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়, যদিও এর আসল কথা ক্ষতিকারক বা উপকারী হওয়ার সাথে সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করা উচিত নয়। বরং বাস্তবতাকে দেখা উচিত। এটা উপকারী না ক্ষতিকারক"।

১৩। ..."কোন বিশেষ কথা ছাড়া কেবল পুনরাবৃত্তির জন্যে দাঁড়াবে না। সবার বলাটা জরুরী নয়। অবশ্য নতুন প্রস্তাব থাকলে আলাদা কথা"।

১৪। ..."প্রত্যেকের নিজ নিজ সময় বাঁচানো উচিত এবং অন্যদের সময় যেন নষ্ট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯২২ পৃষ্ঠা ৮-১৩)।

১৫। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৪০ সনের মজলিসে মুশাভিরাতে উদ্বোধনী ভাষণে বলেন,

"আমাদের জন্যে সেসব লোকই কল্যাণজনক যাদের মাঝে ধৈর্য ও তাকওয়া বা খোদাভীতি রয়েছে। তারা ভালভাবে বক্তব্য পেশ না করতে পারলেও। এজন্যে তুলনামূলকভাবে তারা তাদের চেয়ে ভাল যাদের মাঝে ধর্ম ও তাকওয়া নেই হোক না তাদের ঘর সোনা ও রূপোর। এসব লোক আমাদের মজলিস থেকে যত দূরেই থাকে ততই আমাদের জন্যে মঙ্গল"।

১৬। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন,

আসল মজলিসে শূরাই ইসলাম উপস্থাপন করেছে। যাতে তোমরা ভোটও চাও না আর দল বানানোরও কোন অধিকার নেই। সাধারণ মানুষদের অধিকার এই, দৈনন্দিন জীবনে যা তারা ভাল দেখে যাকে দৈনন্দিন জীবনে তারা খোদা-ভীরুতার ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখে এথেকে কারও নাম বেছে নেয়। আবার পরে আমাদের ব্যবস্থায় এমন নিয়ন্ত্রণ প্রণালী রয়েছে তা খুবই শক্তিশালী যে, এর নাম পার্লমেন্ট নয় মজলিসে শূরা। পরামর্শ দেয়া আবশ্যক অথচ এটা আবশ্যক নয় যে, অধিকাংশ লোকের মতামতকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে" (মজলিসে মুশাভিরাত, ব্রাসেলস ৯-৯-১৯৯২ তারিখের ভাষণ, পৃষ্ঠা-৭)।

শূরার নিয়মাবলী ও রীতি-নীতি

নির্বাচন : সদস্য

১। শূরার ব্যবস্থা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যুগ-খলীফা যখন চান সাহেবুর রায় (মতামত দিবার যোগ্য) বন্ধুগণকে পরামর্শের জন্যে ডাকতে পারেন।

২। প্রথম দিকে প্রয়োজনানুযায়ী মতামত দিবার যোগ্য বন্ধুগণকে আহ্বান জানানো হতো। তখন সংখ্যার কড়াকড়ি ছিলো না।

৩। যতই উন্নতি হয়েছে প্রতিনিধিবৃন্দের সংখ্যা নির্ধারিত হ'তে থেকেছে যেন সব জামাত, জেলা, প্রদেশ ও দেশের প্রতিনিধিত্ব হতে পারে। (নম্বর ১-৩, ১৯৪০, পৃষ্ঠা-৫৮)।

৪। নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়া যুগ-খলীফা এমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী বুযূর্গদের দাওয়াত পাঠাতে পারেন যাদের উপস্থিতি তাঁর ধারণায় কল্যাণপ্রদ হতে পারে।

৫। মুশাভিরাতের ছাপানো রিপোর্টসমূহে প্রতিনিধিবৃন্দের নির্বাচন প্রসঙ্গে কয়েকটি নির্দেশ সব সময় ছাপানো হয়ে থাকে। এগুলো নিম্নরূপঃ

ক. ...প্রতিনিধি নিষ্ঠাবান, মতামত দেবার যোগ্য ও মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) হবেন।

খ. ...যে জামাত থেকে তিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি সেই জামাতের চাঁদা দাতা হবেন।

গ. ...শাআরে ইসলাম (ইসলামের চিহ্ন) অবলম্বন করেন অর্থাৎ দাড়ী রাখেন।

ঘ. ছাত্র না হন।

ঙ. শর্ত মুতাবেক ও রীতিমত চাঁদা আদায়কারী এবং তার স্কন্ধে কোন বকেয়া নেই।

টীকাঃ তাহরীকে জাদীদের ২০৮ নং বিধি অনুযায়ী 'বকেয়াদার' বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাবে যিনি লাযেমী চাঁদা (চাঁদা আম, চাঁদা হিস্যায়ে আমদ ও চাঁদা জলসা সালানা)-এর ৬ মাসের বা তাথেকে অধিক সময়ের জন্যে বকেয়াদার।

["লাযেমী (আবশ্যিক) চাঁদার ক্ষেত্রে বকেয়াদার ব্যক্তিদের বিষয়ে প্রণীত নীতিমালায় অনধিক ছয় মাসের যে সুযোগটি প্রদান করা হয়েছে এ বিষয়টি সাধারণভাবে

নীতিমালা ব্যক্ত করার সুবাদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা না হলে এ সুযোগ কেবলমাত্র কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গের সুবিধার্থে প্রদান করা হয়েছে, যাদের আয়-উপার্জনের হিসেব-নিকেশ ছয় মাস পর পর হয়ে থাকে।

চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছেন : 'প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে (আমার) মুরীদ হিসেবে গণ্য তাঁর উচিত এক পয়সা হলেও কিংবা একটি কড়ি হলেও সে যেন নিজের জন্য একটি মাসিক চাঁদা ধার্য করে নেয়। যে– ব্যক্তি কিছুই ধার্য করে না আর দৈহিকভাবেও এ জামাতের কোন সেবা করে না সে একটা মুনাফেক। এরপর থেকে সে আর এ জামাতে থাকতে পারবে না। এ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর আগামী তিনমাস পর্যন্ত প্রত্যেক বয়াতকারীর পক্ষ থেকে– সে এই জামাতের সাহায্যকল্পে মাসিক কত চাঁদা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করলো-এ মর্মে জবাবের জন্য অপেক্ষা করা হবে। আর তিনমাসের মধ্যে যদি কারও উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে বয়াতকৃতদের তালিকা থেকে তার নাম বাদ দেয়া হবে এবং এ কথা সবাইকে জানিয়ে দেয়া হবে। কেউ যদি মাসিক চাঁদা প্রদানের অঙ্গীকার করার পর তিন মাস পর্যন্ত চাঁদা প্রেরণে শৈথিল্য প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে তার নামও বাদ দেয়া হবে। এরপর থেকে কোন অহংকারী ও উদাসীন ব্যক্তি যে সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় এ জামাতে কখনো থাকতে পারবে না।' (মজমুয়া ইশতিহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৭ থেকে ৪৬৯)

অতএব এখন থেকে মাসিক ভিত্তিতে উপার্জনশীল যেসব কর্মকর্তার দু'মাসের চেয়ে বেশি বকেয়া হয়ে দাঁড়াবে তাদেরকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করে সেসব পদে নতুন নির্বাচন করাবেন। কেননা, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) যেক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিদের জামাত থেকে বহিষ্কার করার কথা বলেছেন সেক্ষেত্রে, আমরা কিভাবে এদেরকে পদ দিয়ে রাখার কথা বলতে পারি"

ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর ৮-৫-২০০৭ইং তারিখের VM-5129 নং পত্রের অংশ বিশেষ সংযোজিত করা হলো-অনুবাদক]

৬। চাঁদা আদায়কারীদের প্রসঙ্গে হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ)- এর এটাই নির্দেশ, কেউ যখন কোন জামাতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তখন এর অর্থ এই নয়, সেক্রেটারী বা প্রেসিডেন্ট বা আমীর নিজের পক্ষ থেকে কাউকে নিযুক্ত করেন বরং গোটা জামাতের সাথে পরামর্শ করা হয় এবং যে চিঠি সেক্রেটারী মুশাভিরাত এর কাছে পাঠানো হয় এতে যেন লেখা হয়, আমাদের জামাত একত্র হয়ে পরামর্শ করে অমুক সাহেবকে শর্তানুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে।

৭। হুযূর (রাহেঃ) এটাও নির্দেশ দিয়েছেন, শূরার সাব-কমিটির সদস্য নিজ নিজ জামাতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে আসুক যেন পরামর্শ উৎকৃষ্টতর হতে পারে এবং কাজও শীঘ্র হয়ে যায়।

৮। "ইসলাম ধর্মে যখন মজলিসে শূরার জন্যে নাম বাছাই করা হয় তখন কোন পার্টিকে ভোট দেয়া হয় না। কোন গ্রুপকে ভোট দেয়া হয় না। নিজের জন্যে কারও প্রপাগান্ডা বা প্রচারণা চালানো আইনানুমোদিত নয়"।

৯। "মানুষ মনে করে এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত। ধর্মের সেবায় সে কতটা ব্যস্ত, তার ওপর কতটা নির্ভর করা যেতে পারে, নিজের মতে সে তার ব্যক্তিত্ব, তার বিগত দিনের কর্মকান্ডকে দৃষ্টিপটে রেখে (প্রতিনিধি) বানায়... ফলে যাকে মনোনীত করা হয় সে প্রকৃতই প্রতিনিধি হয়ে থাকে"।

১০। "জনগণের এ অধিকার রয়েছে, যাকে তারা দৈনন্দিন জীবনে ভাল দেখে, যাকে দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়াপরায়ণ দেখে এর মাঝ থেকে কারও নাম বাছাই করে নেয়" (৭-৯, ভাষণ, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ ব্রাসেলস, হাতের লেখা, পৃষ্ঠা ৫-৮)।

১১। "জামাত যদি নির্বাচনের সময় তাকওয়ার অধিকারীকেই সম্মানীত মনে করে তাহলে জামাত কখনও বিনষ্ট হতে পারে না" (জুমুআর খুতবা ১৯৯৩)।

১২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৪০ সনের মুশাভিরাতে উদ্বোধনী ভাষণে বিস্তারিত নির্দেশ দেন, নির্বাচনের সময় নির্বাচনের মাপকাঠি নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীর ওপর অবশ্যই হওয়া উচিত নয় (অর্থাৎ এসব বিষয়ের ভিত্তিতে কাউকে যেন নির্বাচিত করা না হয়) ক. বড়াই করেন ও বড় বড় কথা বলেন খ. অভিযোগের স্বভাবাপন্ন গ. দুর্বল ঈমানের অধিকারী ঘ. মুনাফিক ঙ. সম্মুখে যাওয়ার প্রত্যাশী চ. আরামপ্রিয় ব্যক্তি ছ. বে-নামাযী জ. কেবল ধন-লিপ্সাকারী ঝ. বাচন বাগীশ ও ঞ. মিথ্যাবাদী।

১৩। নির্বাচন প্রসঙ্গে ১৯৪০ সনের মজলিসে মুশাভিরাতের সেই উদ্বোধনী ভাষণের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল ঃ

ক) "দুঃখের বিষয় জামাতগুলো এটা দেখে না প্রতিনিধিত্ব করার কে উপযুক্ত এবং তারা দেখে কে সময় দিতে পারে তাকে পাঠানো যেতে পারে"।

খ) হুযূর (রাঃ) বলেন, "অপসন্দনীয় লোককে যদি নির্বাচিত করা হয় তাহলে সেই মজলিসে পার্টিবাজি করা আরম্ভ হবে, কেউ কারও প্রতি ঝুঁকে যাবে, কেউ অন্যায় করবে। এভাবে ঝগড়া-ঝাটি ও বিপর্যয় আরম্ভ হয়ে যাবে"।

গ) "এ ধরনের পার্টি যদি মজলিসে শূরায় শূরু হয়ে যায় তখন খিলাফত, খিলাফত নয় বরং সামান্য পার্থিব একটি সংগঠনে পরিণত হবে যা ধর্মের জন্যেও কল্যাণপ্রদ

হবে না আর পার্থিব ব্যাপারেও নয়। এ মজলিসে তো সেসব লোক পাঠানো উচিত যাদের ঈমান এতটা দৃঢ় হবে, জামাতের কল্যাণের জন্যে নিজের পিতার কথা শুনার জন্যেও প্রস্তুত হবে না। নচেৎ এদিক সেদিকের কথা শূনে জামাতের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ড করতে লেগে যাবে"।

ঘ) "ভবিষ্যতে মজলিসে শূরা উপলক্ষ্য এসব লোকদের নির্বাচিত করে প্রেরণ করবে যারা তাকওয়া, বিশ্বস্ততা ও ইবাদতের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ"।

ঙ) "প্রতিনিধিদের নির্বাচনে পুণ্য ও তাকওয়া দৃষ্টিপটে না রাখলে এটা এমন একটি বিষয় হবে যেভাবে মুখের পরিচ্ছন্নতার জন্যে কারও দাঁত বের করে নেয়া হয়। এখন আত্মা যদি না থাকে তখন মৃত ব্যক্তির লাশ নিয়ে কে কী করবে মুখমন্ডল যতই কেননা উজ্জ্বল থাকুক"।

চ) বদ-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, "এদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার মাধ্যমে জামাতের মূলে কুঠারাঘাত করার শামেল। আর এমন লোকদের মজলিসের ধারে কাছেও আসতে দেয়া উচিত নয়। সে কোটিপতি বা কথা বলার মাধ্যমে সে মজলিসের ওপর প্রভাব বিস্তার করায় সে যতই বিশিষ্ট হোক না কেন" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৪০, উদ্বোধনী ভাষণ)।

শূরার নিয়মকানুন ও রীতি নীতি : তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিধি-বিধান

শূরা/ মজলিসে মুশাভিরাত

বিধি ২০ : কেন্দ্রীয় মজলিসে মুশাভিরাত/ মজলিসে শূরা হযরত খলীফাতুল মসীহ জামাতের জরুরী সমস্যার প্রেক্ষিতে যদি আহ্বান করতে চান করতে পারেন।

বিধি ২১ : (ক) আলোচ্য সূচীতে সেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলোতে খলীফাতুল মসীহ্ আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্তির জন্যে সদয় অনুমতি দিয়েছেন।

(খ) কোন জামাত স্বীয় প্রস্তাবসমূহ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় যদি পাঠায় তাহলে এর জন্যে অবশ্য কর্তব্য হবে, এর প্রতিনিধি এ প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সময় যেন শূরায় উপস্থিত থাকেন। কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তার অনুপস্থিতিকে উপেক্ষো করা যেতে পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার একমাত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্র। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শূরার নির্ধারিত কার্যক্রমে কোন ব্যত্যয় সৃষ্টি হবে না।

বিধি ২২ : মজলিসে শূরা কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানসমূহের এমন ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে গঠিত হবে যাদের হযরত খলীফাতুল মসীহ্ পরামর্শের জন্যে

আহ্বান করেছেন।

বিধি ২৩ : হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র অনুমোদনের পরই মজলিসে শূরার সুপারিশগুলো কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানসমূহ ও গোটা জামাত কার্যকরী করার জন্যে বাধ্য হবেন।

বিধি ২৪ : এমন কোন প্রস্তাব যদি মজলিসে শূরার আলোচ্য সূচির অন্তর্ভুক্তির জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে, যার ওপর মজলিসে মুশাভিরাত বিগত ৩ (তিন) বছরে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে তাহলে এমন সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সাথে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আবশ্যক হবে।

বিধি ২৫ : মজলিসে শূরার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কোন প্রস্তাব বা কোন প্রস্তাবের সংশোধনী মজলিসে শূরার সামনে কেবল লিখিত আকারে উপস্থাপন করা যেতে পারে। মৌখিক সংশোধনী গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিধি ২৬ : শরীয়তি মসলা মাসায়েলের ব্যাপারে কোন প্রস্তাব মজলিসে শূরাতে আহমদী জামাতের কেন্দ্রীয় মুফতীর মাধ্যম ছাড়া উপস্থাপিত হতে পারবে না।

বিধি ২৭ : শূরার সদস্যগণের ওপর সেসব শর্ত প্রযুক্ত হবে যেসব শর্ত ১৮০, ১৮১, ২০৯ ও ২৩৫ নং বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তাগণের ওপরও প্রযুক্ত হবে।

টীকা : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ যদি বলেন, তাহলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা প্রত্যেক বছর কেন্দ্রীয় সালানা জলসার পরে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

বর্তমান রীতি অনুযায়ী এ শূরার জন্যে ন্যাশনাল আমীরগণ এসব ব্যক্তির মাঝ থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করবেন যারা সালানা জলসায় উপস্থিত হচ্ছেন। প্রতিনিধিগণের চূড়ান্ত মনোনয়ন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ করবেন।

জাতীয় মজলিসে শূরা

বিধি ৪০২ : প্রত্যেক দেশে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হবে।

বিধি ৪০৩ : নিম্নোক্ত সদস্যগণকে নিয়ে ন্যাশনাল মজলিসে শূরা গঠিত হবে :

ক) ন্যাশনাল আমীর

গ) কেন্দ্রীয় মিশনারীগণ

গ) নায়েব আমীর ও ন্যাশনাল কর্মকর্তাবৃন্দ

ঘ) স্থানীয় আমীর/ প্রেসিডেন্ট

ঙ) স্থানীয় জামাতের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ যাদের নির্বাচন নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে :

১) প্রত্যেক স্থানীয় জামাত যেখানে ২০ জন বা এর কম চাঁদা দাতা সদস্য রয়েছেন তারা ১ (এক) জন প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।

২) যেসব স্থানীয় জামাতে ২১ থেকে ১০০ জন চাঁদা দাতা সদস্য আছেন তারা ২ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।

৩) কোন জামাতে ১০০ জনের অধিক চাঁদা দাতা সদস্য থাকলে তারা প্রতি ৫০ জনের জন্যে বা এর অংশের জন্যে ১ জন অতিরিক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।

চ) ন্যাশনাল আমীর তার বিশেষ ক্ষমতাবলে জামাতের কোন সদস্যকে বিশেষভাবে শূরায় যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এমন আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা শূরার সর্বমোট সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের অধিক হতে পারবে না।

টীকা– শূরার সদস্যগণের ওপর সেসব শর্ত প্রযুক্ত হবে যেসব শর্ত ১৮০, ১৮১, ২০৯ ও ২৩৫ নং বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তাদের ওপরও প্রযুক্ত হবে।

বিধি ৪০৪ : স্থানীয় জামাতের সাধারণ সভায় অধিকাংশ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন।

বিধি ৪০৫ : স্থানীয় সেক্রেটারী মাল প্রতিনিধিবৃন্দ বকেয়াদার নন এ মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

বিধি ৪০৬ : কোন ব্যক্তি যদি দাড়ী না রাখেন তিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারবেন না। বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের জন্যে ন্যাশনাল আমীরের অনুমতি নিতে হবে। আমীর এ বিশেষ বিবেচনা সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌কে অবহিত করবেন।

বিধি ৪০৭ : ন্যাশনাল আমীর শূরার জন্যে নির্বাচিত প্রতিনিধির অনুমোদন দিবেন। কোন নির্বাচিত প্রতিনিধির অনুমোদন যদি আমীর না দেন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমীরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের নিকট আপীল করতে পারবেন।

বিধি ৪০৮ : মজলিসে শূরার প্রত্যেক সদস্য পরবর্তী বাৎসরিক শূরার অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত ২০০৫ সনের মজলিসে শূরায় নির্দেশ দেন, প্রত্যেক সদস্য শূরার সিদ্ধান্তগুলো তার জামাতে যেন বাস্তবায়িত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন– অনুবাদক]।

অধিবেশন আহবান ও আলোচ্যসূচি প্রণয়ন

বিধি ৪০৯ : ন্যাশনাল আমীর মজলিসে শূরার সব অধিবেশন আহবান করবেন এবং সেগুলোতে সভাপতিত্ব করবেন। কেবলমাত্র সেগুলো ছাড়া যেগুলোতে কেন্দ্রের কোন

প্রতিনিধি সভাপতিত্ব করতে পসন্দ করলে তিনি এ মজলিসে শূরায় সভাপতিত্ব করবেন। ন্যাশনাল আমীরের অনুপস্থিতিতে নায়েব ন্যাশনাল আমীর মজলিসে সভাপতিত্ব করবেন। বাৎসরিক শূরার জন্যে ১ (এক) মাসের নোটিশ দেয়া আবশ্যক।

বিধি ৪১০ : হযরত খলীফাতুল মসীহ-এর কোন প্রতিনিধি বা কেন্দ্রের কোন বড় কর্মকর্তার কোন দেশের মজলিসে শূরার সভা আহ্বান করার ক্ষমতা থাকবে। এক্ষেত্রে তিনি যদি চান তাহলে তার এ সভায় সভাপতিত্ব করারও অধিকার থাকবে।

বিধি ৪১১ : আলোচ্যসূচির প্রস্তাবসমূহ স্থানীয় জামাতের নিকট চাওয়া হবে। ন্যাশনাল আমীর এসব প্রস্তাব গ্রহণ করার শেষ দিন ধার্য করবেন।

বিধি ৪১২ : সদস্যগণ স্থানীয় আমীর/ প্রেসিডেন্টের নিকট প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করবেন। স্থানীয় আমীর/ প্রেসিডেন্ট এসব প্রস্তাবকে জামাতের একটি সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন। কোন প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হলে এটা শূরার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্যে ন্যাশনাল আমীরের নিকট পাঠানো হবে।

বিধি ৪১৩ : ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা এবং এর সদস্যগণের মজলিসে শূরার বিবেচনার জন্যে প্রস্তাব উপস্থাপন করার অধিকার রয়েছে।

বিধি ৪১৪ : ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা সেসব প্রস্তাব বিবেচনা করে একটি চূড়ান্ত আলোচ্যসূচি প্রণয়ন করবে সেসব প্রস্তাব মজলিসে শূরার আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে না সেগুলো আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ দর্শিয়ে মজলিসে শূরায় পাঠ করে শুনাতে হবে। এসব প্রস্তাব মজলিসে শূরায় আলোচিত হবে না।

বিধি ৪১৫ : শূরার বাৎসরিক সভায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে :

ক) পূর্ববর্তী বাৎসরিক সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ সত্যায়ন।

খ) পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের অনুমোদন।

গ) ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা ও কমকর্তাদের নির্বাচন।

(ঘ) ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা কর্তৃক অনুমোদিত আলোচ্যসূচি।

বিধি ৪১৬ : নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শূরার আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না :

(১ যেসব প্রস্তাবের ব্যাপারে এর আগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ বা কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মজুদ আছে।

(২) শরীয়ত ও ফতওয়া সম্পর্কিত বিষয়াদি।

(৩) বিগত ৩ (তিন) বছরের শূরা যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে।

শূরার সভা পরিচালনার পদ্ধতি

বিধি ৪১৭ : ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী শূরার সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বিধি ৪১৮ : ন্যাশনাল মজলিসে শূরার কার্যক্রম হুবহু কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কায়দায় বা ধরনে পরিচালিত হবে।

বিধি ৪১৯ : (ক) সদস্যগণের সব ধরনের পরামর্শ ও মতামত সভার সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) মজলিসে শূরার কোন সদস্য যদি মনে করেন, শূরার সিদ্ধান্ত জামাতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী তাহলে তিনি মজলিসে শূরার সভাপতির কাছে একটি 'নোট অব ডিসসেন্ট' (ভিন্ন মত পোষণকারীপত্র) উপস্থাপন করতে পারেন। মজলিসে শূরার সভাপতি যদি শূরার সুপারিশসমূহের সাথে এ নোট পাঠাতে একমত না হন তাহলে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌কে সেই নোট অব ডিসসেন্ট অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে রিপোর্ট করবেন।

বিধি ৪২০ : শূরার সদগস্যগণের মাঝ থেকে নির্ধারিত আলোচ্যসূচির ওপর আলাপ-আলোচনা করে শূরার কাছে তাদের সুপারিশ উপস্থাপন করার জন্যে সাব-কমিটিসমূহ নিযুক্ত করা যেতে পারে।

বিধি ৪২১ : মজলিসে শূরার আলোচ্যসূচির কোন প্রস্তাবের ব্যাপারে ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা যে মতামতে উপনীত হয়েছে এর বিরুদ্ধে মজলিসে আমেলার সদস্যগণের ভোট দেয়ার বা মতামত উপস্থাপন করার কোন অধিকার থাকবে না।

বিধি ৪২২ : আমীরের মতে যদি কোন সদস্য আসদাচরণ করেন তাহলে তাকে সভা থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা তার আছে।

... ...

শূরা পরবর্তীকালীন বাস্তবায়ন

বিধি ৪২৩ : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পরে ন্যাশনাল মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হবে।

বিধি ৪২৪ : ন্যাশনাল আমীর শূরার সামগ্রিক সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে দায়ী থাকবেন। আর মজলিসে আমেলার সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে স্ব স্ব বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের জন্যে দায়ী থাকবেন। তারা পরবর্তী বাৎসরিক সভায় বাস্তবায়ন রিপোর্ট পেশ করবেন।

বিধি ৪২৫ : শূরার কোন সিদ্ধান্ত নাকচ করার ক্ষমতা ন্যাশনাল আমীরের নেই।

... ...

কর্মকর্তাগণের নিযুক্তি ও নির্বাচনের শর্তাবলী

বিধি ১৮০ : স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণের নির্বাচন করবেন জামাতের চাঁদা দাতাগণ, কেবলমাত্র সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা বাদে। এ পদে ন্যাশনাল আমীর সাহেব স্বীয় বিচক্ষণতা অনুযায়ী মনোনীত করবেন।

এটা দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কর্মকর্তাগণ ঃ

ক) দাড়ী রাখেন। ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহর অনুমতি লাভ করেন।

খ) বাহ্যিক জ্ঞানমতে মুত্তাকী বা খোদাভীরু হন।

বিধি ১৮১ : (ক) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না ঃ

* লাযেমী চাঁদাসমূহের বকেয়াদার।
* ১৮ বছরের কম বয়সের।
* এমন ব্যক্তিবর্গ যাদের বিরুদ্ধে জামাত কোন শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে।
* এমন কর্মকর্তা যাকে নেযামে জামাত থেকে অস্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে (অস্থায়ীভাবে বরখাস্তের সময়কালীন)।

(খ) চাঁদার এমন বকেয়াদারগণ যারা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরে নিজেদের চাঁদা আদায় করেন সেক্ষেত্রে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হবে না। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্যে চাঁদা আদায় করার প্রবণতা কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা আবশ্যক।

টীকা– 'চাঁদা দাতা' বলতে সেকই সদস্যকে বুঝায় যার স্কন্ধে ৬ (ছয়) মাস বা এথেকে বেশি সময়ের লাযেমী চাঁদা বকেয়া না থাকে। এ শর্ত তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না যারা কেন্দ্র থেকে কিস্তিতে বকেয়া চাঁদা আদায় করার জন্যে অনুমতিপ্রাপ্ত বা যারা কম হারে চাঁদা দিতে অনুমতিপ্রাপ্ত। সেক্ষেত্রে এসব ব্যক্তি কোন পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না বা কেন্দ্রের পূর্ব অনুমতি ছাড়া মজলিসে ইন্তেখাব (নির্বাচক মন্ডলী) এর সদস্য হতে পারবেন না।

বিধি ২০৯ : নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ কোন পদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার রাখবেন না ঃ

(ক) যাদের বিধি নং ১৮১ অনুযায়ী ভোট দেয়ার অধিকার নেই।

(খ) এমন মুসী যার ওসীয়্যত সদর আঞ্জুমান কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে।

(গ) এমন মুসী যার ওসীয়্যত কোন শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত শাস্তির কারণে বাতিল করা হয়েছে।

(ঘ) এমন ব্যক্তি যিনি জামাতি তহবিলকে ব্যক্তিগত কাজে লাগিয়েছেন (যেভাবে বিধি নং ২৩৫ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

টীকা- কোন মুসীর ওসীয়্যত যদি খ ও গ উপবিধিতে উল্লেখিত কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে, তিনি রীতিমত লাযেমী চাঁদা আদায় করে থাকলে এবং তিনি ছয় মাস বা এর অধিক বকেয়াদার নন সেক্ষেত্রে কর্মকর্তা হিসেবে তার নিযুক্তি বা নির্বাচনে কোন প্রকার বিপত্তি থাকবে না।

বিধি ২৩৫ : কোন মুহাস্‌সিল (চাঁদা আদায়কারী), সেক্রেটারী মাল যদি বিধি ২৩৩ লংঘন করেন এবং জামাতের তহবিল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন তাহলে তিনি সেই টাকা আদায় করতে বাধ্য থাকবেন। আর তাকে কোন পদে নির্বাচিত করা যেতে পারে না যতক্ষণ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ তাকে ক্ষমা না করেন।

আমীর/ প্রেসিডেন্ট বা অডিটর যিনি এ ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব অবহেলা করেছেন এ ক্ষতি পুরণের জন্যে তিনিও দায়ী থাকবেন।

... ...

অন্যান্য নির্দেশাদি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা:) ১৯২৬ সনের মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে অন্যান্য নির্দেশাদিও প্রদান করেন-

(১) "আমাদের কর্মকান্ডের ভিত্তি হচ্ছে, সব কাজের দায়-দায়িত্ব খলীফার। তিনি পরবর্তীতে কয়েকজন লোকের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন যাকে 'নাযারত' বলা উচিত। এখন এর নাম সদর আঞ্জুমান। এ কারণেই মজলিসে শূরা খলীফার প্রাইভেট সেক্রেটারী আহ্বান করেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া যেহেতু নিজ কাজের জন্যে জবাব দিতে থাকে এজন্যে এটা সমীচীন মনে করা হয়নি যে, এটা মজলিসে মুশাভিরাত আহ্বান করে"।

(২) "যেহেতু ইসলামী শরীয়ত স্বীকার করে নিয়েছে যে, খলীফা সব ধরনের কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজন্যে মজলিসে মুশাভিরাতে সেসব বিষয়াদি থাকে যেগুলোকে খলীফা এ বছরের জন্যে আবশ্যক মনে করেন"।

(৩) "যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এথেকে আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণগুলোকে বাছাই করে নেয়া হয়। এ বাছাই করার কাজটি খলীফা কর্তৃক সাধিত হয়ে থাকে। এতে কোন নাযারতের সম্পর্ক থাকে না"।

(৪) "যেহেতু বন্ধুদের এখন অভিজ্ঞতা নেই তাই কোন কোন প্রশ্ন এমনভাবে লিখে দেয়া হয় যেগুলোর সম্পর্ক নাযেরদের সাথে থাকে, মজলিসে শূরার সাথে থাকে না। এজন্যে এগুলোকে নাযেরদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং যেগুলো মজলিসের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো মজলিসের জন্যে রেখে দেয়া হয়"।

(৫) "গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে কারও মনে কোন প্রস্তাব যদি জাগরিত হয় তাহলে তা খলীফার সমীপে উপস্থাপন করা উচিত। খলীফা যদি তা মৌলিক ধরনের বলে মনে করেন এবং এর ওপর পরামর্শের প্রয়োজন মনে করেন তাহলে শূরায় উপস্থাপন করে দেয়া হবে আর যদি নাযেরদের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে তাদের নির্দেশ দেয়া হবে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯২৬, আহমদীয়া গেজেট, কাদিয়ানে ছাপা হয়েছে ১৯২৭, পৃষ্ঠা- ১৮)।

(৬) এভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) বলেন,

"মহিলাদের অধিকার আছে বা নেই এসব বিতর্ক অনর্থক। পুরুষেরও অধিকার নেই আর মহিলারও অধিকার নেই বরং যুগ-খলীফার কর্তব্য, তিনি যেন পরামর্শ চেয়ে পাঠান। কী অবস্থায় ও কী পদ্ধতিতে চান? নবী করীম (স:)-এর সুন্নতের মাধ্যমে সাব্যস্ত যে, বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরামর্শ আহ্বান করা হতো" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ৭৬)।

(৭) "খলীফাতুল মসীহ্র পক্ষ থেকে একবার যে প্রস্তাব নাকচ করা হয়ে থাকে তা ভবিষ্যতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত মজলিসে শূরায় পুনরায় উপস্থাপিত হতে পারে না" [(রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ১৫৭]।

(৮) "নতুন নাযারত প্রতিষ্ঠা করার সম্পর্কে বা নাযেম নিযুক্ত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করা যুগ-খলীফার কাজ। এ প্রসঙ্গে নিম্ন পর্যায় থেকে স্বেচ্ছায় পরামর্শ অচল বরং যুগ-খলীফা যখনই আবশ্যক মনে করেন স্বয়ং কাউকে পরামর্শের জন্যে বলেন এবং তিনি পরামর্শ দেন। নচেৎ নিজের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেয়া যায় না" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ১০৭]।

(৯) "এক সদস্য অন্য এক সদস্যের কাছে এসে তার মতামত ব্যক্ত করার আহ্বান জানালেন। এর ওপর হুযূর [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:)] বলেন, তাকে আপনার ডাকা উচিত নয় এটা আমার কাজ" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ১৬৫]।

(১০) "যুগ-খলীফা অবস্থানুযায়ী যতজন মহিলাকে যে ধরনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে ডাকতে চান ডাকতে থাকেন। এজন্যে কোন বিধানের প্রয়োজন নেই" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ৭৮]।

(১১) "একজন দর্শক ছবি উঠাচ্ছিলেন। এর ওপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন, আমি তো কাউকে অনুমতি দেই নি। আমার পক্ষ থেকে তো কেবল দর্শক হিসেবে আপনার উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিলো। ছবি উঠানোর জন্যে তো আমি আপনাকে অনুমতি দেই নি। কখনও শূরার ছবি উঠানো হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এতেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ১৮৩]।

(১২) "মজলিসে মুশাভিরাতের মাঝে হাত উত্থাপনকারী দু'রকম। আমি দেখেছি, একদল তো হাত উঠিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন যে, অনুমতি হলে পরে বাইরে যাবো। আর দ্বিতীয় সেসব বন্ধু যারা হাত উঠিয়েই যাওয়া আরম্ভ করেন। তারা মনে করেন অনুমতি হোক না না হোক আমাদের তো যেতেই হবে। এজন্যে অনুমতির সাথে একটি তামাশা করা হয়। হাত উঠান এবং যদি এখান থেকে কেউ নাও দেখেন অর্থাৎ আমি না দেখতে পারি বা আমার বুযূর্গ সঙ্গী যেই হোন না কেন তখন যদি কর্মকর্তার কারও দৃষ্টিতে পড়ে তখন তিনি যেন এখানে এসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ১০০]।

(১৩) "বিগত বছরে যেসব বিষয় অনুমোদিত হয়েছে সেসব বিষয়ে নাযের সাহেবান কী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন শূরায় এ ধরনের প্রশ্ন আসা উচিত" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী, উদ্ধৃতি মূলে মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ১৫৭]।

(১৪) "এটা মজলিসে মুশাভিরাত। এদিক থেকে সেসব সমস্যাদি উত্থাপিত হওয়া উচিত নয় যা ব্যবস্থাপনার খুটি নাটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ। উদ্ধৃতি মূলে রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯২৫, পৃষ্ঠা- ১৯]।

(১৫) "আমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জামাতী কর্মকান্ডে সংযুক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু কারও এটা অধিকার নেই যে, অসময়ে ও রীতি বিবর্জিত পথে অধিকার প্রয়োগ করে যাতে ভাই-ভাই ও জাতি-জাতির বিরোধের মুখোমুখি হয়ে যায়। কেউ এমন কাজ করলে এর অর্থ এই হবে, সে ঈমানদার হলে বোকামীর বদলে এরূপ করে নচেৎ সে জামাতের শত্রু। আর ধ্বংসের জন্যে প্রচেষ্টা চালায়" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ। উদ্ধৃতি মুলে রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৫২, পৃষ্ঠা- ১৯)।

(১৬) "কারও কোন ত্রুটিও মন্দ মনে হলে মজলিসে শূরায় প্রশ্ন উত্থাপন করা এর সংশোধনের পদ্ধতি নয়। বরং পদ্ধতি এই, তাকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ। উদ্ধৃতি মূলে রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯২৫, পৃষ্ঠা- ২০)।

(১৭) "জামাত খলীফার অধীন যিনি সর্বশেষ কর্তৃপক্ষ (Authority) যেভাবে খোদা বাঁকে নির্ধারণ করেছেন। আর তাঁর আহ্বানই শেষ আহ্বান অর্থাৎ তা খলীফার আহ্বান। কোন আঞ্জুমান, কোন শূরা বা কোন মজলিসের নয়" (হযরত খলীফাতুলম মসীহ্ সানী (রা:)-এর নির্দেশ। উদ্ধৃতি মূলে রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত-১৯২৫, পৃষ্ঠা ২৯-৩০)।

(১৮) "প্রশ্নকারীদের তত্ত্বাবধানের সাথে সাথে নাযেরদের উত্তরের মূল্যায়ন বহমান থাকে যেন এটা সহজ সরল কথা ও ঘটনার যথার্থতা অনুযায়ী হয়েছে বা হয়নি" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯২৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০]।

(১৯) "এটা পার্লামেন্ট নয় যে এতে একদল অন্য দলকে উস্কানী দেবে বরং এটা মজলিসে মুশাভিরাত" (হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:)-এর উদ্ধৃতি মূলে রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিলাত-১৯২৩, পৃষ্ঠা- ২৬]।

(২০) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে:) বলেন,

"আমি পরামর্শের জন্যে আপনাদের ডেকেছি। এখানে এসে আমাকে পরামর্শ দিন। কোন কথার ওপর এটা বলার আবশ্যকতা নেই, অমুক এটা বলেছেন আর তা ভুল। আপনি আপনার কথা বলুন" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮২ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা- ১৮]।

মজলিসে শূরার পদ্ধতি

আলোচ্যসূচি (Agenda) :

১। ...মজলিসে শূরার কেবল সেসব আলোচ্যসূচির ওপরই চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে যার অনুমোদন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ দিয়েছেন।

২। ...বিভিন্ন জামাত বা ব্যক্তি নিজের প্রস্তাব প্রাইভেট সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে দিন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া এসব প্রস্তাব নিজেদের অভিমতসহ খলীফাতুল মসীহ্র খেদমতে পাঠিয়ে দেয় এই বলে যে, কোন্ কোন্ প্রস্তাব উপস্থাপন করার যোগ্য আর কোন্ কোন্টি বাতিল করার যোগ্য" [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:), রিপোর্ট, মুশাভিরাত-১৯৪৫, পৃষ্ঠা- ১৬]।

৩। ...প্রস্তাব স্থানীয় জামাতে পর্যালোচনা করার পরে যেন কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

৪। ...যুগ খলীফাও যে প্রস্তাব উপস্থাপন করার অনুমতি দেন এর অর্থ এই নয় প্রস্তাবের সাথে যুগ-খলীফা ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

৫। ...মজলিসে আমেলার কোন প্রস্তাবের ওপর ঐকমত্য হওয়া এটা অনুমোদন করার কোন ভিত্তি নয়।

(হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ৯-৯-১৯৯২ তারিখে মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে ব্রাসেলস-এ প্রদত্ত ভাষণ)।

৬। ...(এমন প্রস্তাব যাতে টাকা পয়সা ব্যয় হয়) শূরাতে উপস্থাপন করার পূর্বে কেন্দ্র থেকে বাজেটের সাধারণ মঞ্জুরী নিয়ে নেয়া হয় (প্রাগুক্ত)।

বাতিলকৃত প্রস্তাবসমূহঃ

যেসব প্রস্তাব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া উপস্থাপন করার জন্যে সুপারিশ করে নি এবং যুগ-খলীফা ওগুলোকে শূরায় উপস্থাপন করার অনুমতি দেন নি ওগুলোকে বাতিলকৃত প্রস্তাব বলে। বাতিল করার কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১। ...কৌশলগতভাবে (Technically) উপস্থাপন করার যোগ্য নয়।

২। ...স্থানীয় জামাতে বিচার-বিশ্লেষণ না করে পাঠানো হয়েছে।

৩। ...জামাতের রীতি-বিরুদ্ধ।

৪। ...এমন প্রস্তাব যার ওপর আগে থেকেই কাজ চলছে।

৫। ...জাতীয় শূরার সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে যার সম্পর্ক দেশের সাথে নয় বরং কেন্দ্রের সাথে।

৬। ...সেসব প্রস্তাব যার উদ্দেশ্য প্রশাসনিক বিষয়াদির ওপর হস্তক্ষেপ বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে (শূরা ১৯৫২) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) ব্রাসেলসে মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে ১৯৯২ সনে প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখ করেন)।]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ,

"যেসব প্রস্তাব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া বাতিল করে দিয়েছে সে সম্পর্কে সদর আঞ্জুমানের কারণও সাথে সাথে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিলো যেন অন্তরে এ প্রভাব না সৃষ্টি হয় যে, সদর আঞ্জুমান কতগুলো জরুরী কল্যাণপ্রদ প্রস্তাবকে চিন্তা-ভাবনা না করে এমনিতেই বাতিল করে দিয়েছে। আর যদি তাদের জবাব দেয়ার পরও কোন প্রকার দুর্বলতা থেকে যেতো তাহলে জামাতের চিন্তা করার সুযোগ লাভ হতো এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সঠিক পরামর্শ লাভ হয়ে যেতো.... কারণ ব্যাখ্যা না করে বলা যেতে পারে না, কোন্ ভিত্তিতে তারা প্রস্তাবগুলো বাতিল করেছেন... প্রস্তাবগুলো বাতিল করে দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং এগুলোর জন্যে আবশ্যক তারা ওগুলোকে বাতিল করার কারণও বর্ণনা করেন এবং প্রকৃতপক্ষে তারা যদি কিন্তা করেন তাদের নিজস্ব কল্যাণও এতে নিহিত। সেসব প্রস্তাব যদি শুনিয়ে দেয়া হয় এবং ওগুলোকে বাতিল করার কারণ বর্ণনা না করেন তখন লোকেরা বলবে আঞ্জুমানের

লোকদের বুদ্ধি কম। যে বিষয়ে তাদের সম্মান ও সুনাম ওগুলোকেও বাতিল করে দিচ্ছে। অতএব আঞ্জুমানের নাযের যদি পৃথিবীর দৃষ্টিতে কম বুদ্ধির লোকে পরিণত হতে না চায় তাহলে তিনি প্রস্তাবগুলো বাতিল করার সাথে সাথেই যুক্তিপ্রমাণও উপস্থাপন করে যেন লোক বুঝতে পারে কেবল ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে নয় বরং কোন ন্যায্য কারণের ভিত্তিতে এগুলো বাতিল করা হয়েছে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৪৫, পৃষ্ঠা ১৬-১৭)।

হযরত খলীফাতুলম মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর নির্দেশ :

শূরায় প্রস্তাবসমূহ পাঠানোর নিয়মকানুন কী সে সম্বন্ধে "স্থানীয় ব্যবস্থাপনার অবশ্য-কর্তব্য যেন তারা লোকদের বলে দেয়। নীতিবিরুদ্ধ যেসব প্রস্তাব আসবে ওগুলো এলে তো বাতিল করে দেয়া হবে এবং এখানে উপস্থাপিত হবে না। আর রীতিমত যেসব প্রস্তাব এসে থাকে এগুলোর কিছু এমন হয়ে থাকে যেগুলোর সাথে মজলিসে মুশাভিরাতের কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তাহলো কতগুলো ক্ষুদ্র বিষয়। এগুলো প্রশাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিছু তো আমার ধারণায় তাদের এলাকার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু কি প্রকারের প্রস্তাব শূরাতে যাওয়া উচিত, যেহেতু বন্ধুদের বলা হয় না এজন্যে সেগুলোও এসে থাকে" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৭৭ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা ২-৩]।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর নির্দেশ :

মজিলসের সভাপতির মাধ্যেমে আমার কাছে আপীল করার অধিকার আপনাদের প্রত্যেকের রয়েছে। আমাদের জামাতের অমুক প্রস্তাব বাতিল করা হয়েছে, এই বলে আপীল করতে হবে। রীতি অনুযায়ী এটা বাতিল করার কোন কারণ আমাদের দৃষ্টিতে ছিলো না। পরবর্তী শূরাতেই বা যখনই সুযোগ পাওয়া যায় এর ওপর দ্বিতীয়বার চিন্তাভাবনা করার জন্যে আমাদের সুযোগ দেয়া হোক"- (মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে ব্রাসেলস-এ প্রদত্ত ১৯৯২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ভাষণ]।

"মজলিসে শূরায় কোন কোন প্রস্তাব এ উদ্দেশ্যেই উপস্থাপন করানো হয়ে থাকে যেন একটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি না দেবার কারণে অবস্থা মারাত্মক হয়ে থাকতে পারে। এ সমস্যার সমাধানকল্পে জামাত প্রথম থেকে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকতে পারে। কিন্তু ওগুলো সুপ্ত হয়ে থাকতে পারে। এজন্যে এসব সমস্যা আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার আগে জামাতের দৃষ্টি এগুলোর প্রতি আকর্ষণ করানোর জন্যে মজলিসে শূরায় এসব সমস্যাদি উপস্থাপন করার অনুমতি দেয়া যাচ্ছে" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৮৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ১০৪]।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) কতিপয় প্রস্তাব আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"কোন কোন প্রস্তাব যেগুলো সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া বাতিল করে দেয় ওগুলো আমি শূরাতে রাখিয়ে দেই এজন্যে যে, এ বিষয় প্রসঙ্গে বা এসব বিষয় প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে চাই" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৭৭ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা ৩-৪]।

এভাবে ১৯৭৩ সনে বলেন,

"আলোচ্য সূচিতে ৩টি বিষয় এমন রয়েছে যা আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিলো না। কিন্তু আমি ওগুলোকে এ জন্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়েছি যেন কোন কোন ব্যাপারে আমি আলোকপাত করি। কোন কোন বন্ধু এ ব্যাপারে পরামর্শ দিবেন আর এভাবে এসব বিষয় সুন্দর পদ্ধতিতে সমাধান হয়ে যাবে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৭৩ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ২৫)।

শূরার আলোচসূচি ও কর্মসূচি প্রসঙ্গে

১। ..."প্রত্যেক অধিবেশনের প্রারম্ভে ও শূরার সমাপ্তিতে দোয়া হবে (রিপোট ১৯২৫)।

২। ...যুগ-খলীফা নির্দেশ দিবেন কোন্ কোন্ বিষয়ে পরামর্শ নেয়া হবে আর অোন্ কোন্ বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩। ...আলোচ্যসূচি উপস্থাপিত হওয়ার পরে প্রস্তাবগুলোর ওপর চিন্তা-ভাবনার জন্যে সাব-কমিটি নিযুক্ত করা হবে।

৪। ...শূরার সভাপতি কাউকে তাঁর পাশে বসাবার অধিকার রাখেন। নাম লেখা ও পরামর্শ লেখার কাজে তিনি সাহায্য করে থাকেন। সেই সাহায্যকারী ডান পাশে বসবেন"।

[মজলিসে শূরা উপলক্ষ্যে ১৯৯২ সনে ব্রাসেলস-এ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ভাষণ]

সাব-কমিটির আকার আকৃতি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশনা :

"সাব-কমিটির জন্যে এমন ব্যক্তিদের নাম উপস্থাপন করা উচিত যারা এর যোগ্য। আবশ্যক এটাই, যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কারও নাম উপস্থাপন করা হয় তিনি যেন সে বিষয় বুঝেন। আর্থিক বিষয়াদি হলে সেসব বন্ধুর নাম প্রস্তাব করে, যারা ব্যাপক জ্ঞান রাখেন। আর নিজস্ব এলাকার অবস্থা ও চাঁদা আদায় প্রভৃতি বিষয়ে

তাদের অভিজ্ঞতা থাকে বা চাঁদাসমূহ আদয়ের ব্যাপারে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় ওগুলো সম্বন্ধেও তারা অবহিত। আর যেসব পন্থা জামাতের উন্নতির জন্যে অবলম্বন করা আবশ্যক সে সম্বন্ধেও অবহিত। আবার এ-ও দৃষ্টিপটে থাকে, এমন সব প্রতিনিধি যারা পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের সাথে সম্পর্ক রাখেন তাদের নাম অবশ্যই আসা উচিত যেন বাংলা, করাচী, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, সীমান্ত, বাহাওয়ালপুর, পাঞ্জাব এ আটটি এলাকার প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই থাকা উচিত। পাঞ্জাবে যেহেতু জামাত বেশি এজন্যে এর প্রতিনিধিত্ব অধিক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এমন সব ব্যক্তির আসা উচিত যারা আমাদের অধিকতর সাহায্য করতে পারেন" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৫২, পৃষ্ঠা ৪-৫)।

৬। ...অন্য কারও মাধ্যমে নিজের নাম উপস্থাপন করানো দোষণীয়।

৭। ...কেউ নিজের নাম বা অন্য কারও নাম উপস্থাপন করলে তাতে দোষ নেই (রিপোর্ট, মুশাভিরাত-১৯৪১, পৃষ্ঠা ৬-৭)।

সাব-কমিটি ও প্রস্তাব

১। ..."যখন কোন প্রস্তাব আসে ও পরীক্ষ-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে তখন সরাসরি প্রস্তাবের ওপর চিন্তা-ভাবনার পূর্বে মজলিস শূরা কর্তৃক নিয়োজিত একটি সাব-কমিটি এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। এরপর তারা যেভাবে প্রস্তাবটি নিজেদের মত করে উপস্থাপন করতে চায় সেভাবে মজলিসে শূরায় উপস্থাপন করে থাকে"।

২। ..."যখন শূরাতে একটি প্রস্তাব এসে যায় তখন তা শূরার প্রস্তাব হয়ে যায়। সাব-কমিটির পূর্ণ অধিকার জন্মায় যেন একে তারা যেভাবে চায় সেভাবে উপস্থাপন করে। উৎকৃষ্টতর করে অলংকারে সজ্জিত করে, দুর্বলতা দুর করে যেভাবে চায়। তখন আসল প্রস্তাবের ওপর চিন্তা-ভাবনা হয় না বরং সাব-কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের ওপর চিন্তা-ভাবনা হয়ে থাকে"।

৩। ..."এ প্রস্তাব (অর্থাৎ সাব-কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব) যদি অগ্রাহ্য হয়ে যায় তখন আবার মূল প্রস্তাবটি ফিরে আসে। তখন আপনাদের মূল প্রস্তাবের ওপর চিন্তা-ভাবনা করার অধিকার জন্মে। কেননা, শূরার সাব-কমিটি কর্তৃক উপস্থাপনকৃত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেছে"।

"এ পর্যায়ে বিভিন্ন সংশোধনী উপস্থাপিত হয়ে পারে"।

৪। ..."একটি প্রস্তাব আপনারা শুনলেন। একজন সদস্য দাঁড়িয়ে এ বলে অনুমতি চায়, আমার কাছে এখনও এ প্রস্তাব উত্তম নয়। আমি এ সংশোধনী উপস্থাপন করছি।

সংশোধনী লিখে দেয়া হবে। মৌখিক হবে না। সংশোধনী যখন উপস্থাপিত হয়ে যায় তখন প্রথমে সংশোধনীর ওপর চিন্তা-ভাবনা করা হয় পরে প্রস্তাবনার ওপর চিন্তা-ভাবনা করা হয়"।

৫। ..."মজিলসে শূরার প্রস্তাব যখন উপস্থাপিত হয়ে যায় সাব-কিমিটর সদস্যদের সাব-কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তখন কোন কথা বলার অধিকার নেই"।

৬। ..."কোন সাব-কমিটির সভা চলাকালীন সময় এটা প্রশান্তিদায়ক না হলে সাব-কমিটির রিপোর্ট যথেষ্ট বলে কারও মন সায় না দিলে সেক্ষেত্রে তার অধিকার হয়েছে যেন তিনি সেখানে লেখান। সাব-কমিটির সভা শেষ হওয়ার আগে ভাগেই যেন স্বীয় মতভেদ সংক্রান্ত মন্তব্য লিখান। যিনি লিখিয়ে দিয়েছেন তিনি মুক্ত থাকেন। যে অভিমত পোষণ করেন তা মজলিসে শূরাতে উপস্থাপন করে দেন" [নম্বর ১-৬ প্রসঙ্গে ৯-৯-১৯৯২ তারিখে মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে ব্রাসেলস-এ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ভাষণ দ্রষ্টব্য]।

৭। ..."চেষ্টা এটাই হওয়া দরকার যেন অভিমত সর্বসম্মত হয়। যদি না হতে পারে তাহলে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ মতে' লেখা হোক। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠরা যদি মনে করে যে, তাদের অভিমতও উপস্থাপন করা উচিত তাহলে তাদের অভিমতও লেখা উচিত" (রিপোর্ট, শূরা-১৯২২, পৃষ্ঠা- ১৮)।

প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক করার জন্যে নাম প্রস্তাবের পদ্ধতি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন,

১। ..."যখন কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় তখন নাম চাওয়া হয়। যে- ব্যক্তি কিছু বলতে চায় সে হাত উঠিয়ে দেয়। মজলিসের সভাপতির সাথে যে বন্ধু বসেন তিনি লিখে নেন"।

২। ..."সবার নামই লেখা আবশ্যক নয়। কখনও কখনও একটি প্রস্তাবের ব্যাপারে অধিক সংখ্যক নাম আসে। সময় কম তাই সভাপতি বলেন, নামের সংখ্যা পর্যাপ্ত হয়ে গেছে"।

৩। ..."(কোন প্রস্তাবের ওপর) অভিমত দেয়া শেষ হয়ে গেলে কোন সদস্যের মনে হয়, আমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা তো বলা হলো না তখন অনুমতি চাইতে পারে (এ বলে) আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমার নাম আসে নি তা বলতে পারি নি। এ প্রসঙ্গে কেউ বলে নি বিধায় সভাপতি সাহেব তাকে অনুমতি দিতে পারেন এবং তার কথাও শুনতে পারেন" (ভাষণ, ১৯৯২ ব্রাসেলস এ প্রদত্ত, পৃষ্ঠা ২০-২১)।

৪। ..."সাব-কমিটির সদস্য যদি মতবিরোধমূলক নোট না লিখান তাহলে সাব-কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলতে পারবেন না" (ভাষণ, ১৯৯২ ব্রাসেলসে প্রদত্ত, পৃষ্ঠা ২০-২১)।

৫। ..."যখন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় তখন লোকদেরকে তাদের ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়া হয় যে, এতে এতটা বাড়ানো উচিত বা এতটা কম করা আবশ্যক অথবা এটা এমন হওয়া দরকার। তিনটির যে কোনটির ব্যাপারে যা বলতে চায় দাঁড়িয়ে বলতে পারে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯২২, পৃষ্ঠা- ১৭)।

৬। ..."মজলিসের সভাপতির অনুমতিক্রমে পরামর্শদাতা আনুষ্ঠানিকতা না করে স্বাধীনভাবে বলে। কিন্তু উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্য না করে খলীফাতুল মসীহ্‌কে উদ্দেশ্য করে বলবে"।

৭। ..."মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত দোয়া, তাকওয়া ও খোদা-ভীতির প্রেক্ষাপটে হওয়া উচিত যেন তাঁর সাহায্য ও পথ-নির্দেশনা এর সাথে সংযুক্ত থাকে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৪০, পৃষ্ঠা ৪-৭)।

৮। ..."পরামর্শের উদ্দেশ্য ভোট নেয়া নয় বরং কল্যাণজনক প্রস্তাব অবহিত হওয়া। পরে অবশ্য কিছু লোকের কথা গ্রহণ করা হয় না একজনেরই কথা গ্রহণ করা হয়" (রিপোর্ট, মুশাভিরাত-১৯২২, পৃষ্ঠা- ১৩)।

৯। ..."হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন, যেসব সদস্য ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করে থাকেন তারা হয়তো সংশোধনীর পক্ষে বলতে পারেন এবং যদি সংশোধনের ওপর সংশোধন করতে চান তাহলে পরে তাদের লিখিত দেয়া আবশ্যক" [রিপোর্ট, মজিলসে মুশাভিরাত (ছাপা হয়নি), ১৯৮৪]।

১০। ..."যেসব বন্ধু এ সংশোধনী বা সংশোধিত আকারকে গ্রহণ করার পক্ষে থাকবেন প্রথমে তাদের অভিমত নেয়া হবে। আবার যদি এটা গৃহিত না হয় তাহলে সাব-কমিটির অভিমতের ওপর মতামত নেয়া হবে। আবার যদি গৃহিত না হয় তখন পুনরায় আসল প্রস্তাবের ওপরও মতামত নেয়া হবে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত (ছাপা হয় নি), ১৯৮৪]।

১১। ..."মজলিসে শূরা ডাকার অধিকার খলীফাতুল মসীহ্-এর। মজলিসে শূরা পরামর্শ দেয়। এটা গ্রহণ করা বা না করা খলীফাতুর মসীহ্-এর অধিকার। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে নাকচ করে দেয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হলো। এর বিস্তারিত বিবরণ আলাদাভাবে দেয়া হয়েছে :

ক) উহুদের যুদ্ধের সময় আঁ হযরত (স:) অধিকাংশের মতামত নাকচ করে দিয়েছিলেন।

খ) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় পুরুষদের মতামত নাকচ করে দিয়েছিলেন।

গ) হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা:) অধিকাংশের মতামতের বিরুদ্ধে উসামা বিন যায়েদ (রা:)-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন।

ঘ ১৯২৬ সনে স্বয়ং খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) নাযারত দাওয়াত ও তবলীগের খলীফাতুল মসীহ্-এর সফরসূচি প্রণয়নের প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশের মতামতকে নাকচ করে দিয়েছিলেন।

ঙ) ১৯৩৬ সনে জামাতগুলোর গ্রান্ট বৃদ্ধির প্রসঙ্গে অধিকাংশ মতামতের লোকদের বুঝিয়ে এর অবসান ঘটান।

চ) প্রাদেশিক আমীরের উপস্থিতিতে স্থানীয় আমীরের খুতবা প্রদানের অধিকার সম্বলিত অধিকাংশের মতামতকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা:) নাকচ করে দেন (রিপোর্ট, মুশাভিরাত-১৯২৬, ১৯৩৬, ১৯৬৭)।

১২। ১৯৭৬ সনের শূরায় :

সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সাহেব বলেন, একজন সদস্য সাব-কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে বলার জন্যে তার অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। এর ওপর হুযূর [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস-রাহে:] বলেন, আমি অনুমতি দিয়ে দিলে পারবেন" (রিপোর্ট, ১৯৭৬ ছাপা হয়নি, পৃষ্ঠা- ৮১)।

১৩। ..."হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে:) শূরা চরাকালীন সময়ে কাজী মুহাম্মদ আসলাম সাহেবকে ডেকে বল্লেন,

'আমি আপনাকে জেরা (cross examin) করছি আপনি কেন চুপ করে বসে আছেন? এই যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে, এতে গবেষকের কি কোন সংজ্ঞা আছে? মানুষের মনে আসে, গবেষক কাকে বলে? যদি আসে তাহলে আপনি বসে আছেন কেন। কেন নাম লেখান নি। আপনার নাম লেখানো উচিত ছিলো" [রিপোর্ট-১৯৭৫ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা- ৮২]।

১৪। ..."হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে:) ১৯৬৬ সনের শূরায় বলেন,

'আমি বন্ধুদের কয়েকটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত: আমাদের শূরার কার্যক্রমে মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত এবং অধৈর্য ভাব দেখানো থেকে রক্ষা পাওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ এটা মনে করে দাঁড়াবেন না যে, কারও কথা বা অভিমতকে কেবল নাকচ করাতে হবে বা কারও ওপর অভিযোগ আরোপের খাতিরে বলা দরকার।

তৃতীয়তঃ পুনরাবৃত্তিও এড়িয়ে চলুন। এতে সময় নষ্ট হয়। বক্তুরা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্বলিত কথা বলুন।

চতুর্থতঃ মত বিরোধের পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না। যুগ-খলীফা ছাড়া অন্য আর কাউকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয় না। এজন্যে বিতর্কে যাওয়া ঠিক নয়।

পঞ্চমঃ অভিমত দেবার জন্যে যখন দাঁড়ায় সে সময় বিশেষভাবে (এ) দোয়া করা উচিত, সঠিকভাবে সঠিক কথা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা যেন সৌভাগ্য দেন" (রিপোর্ট, মুশাভিরাত-১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮)।

৩ দিন ব্যাপী মজলিসে মুশাভিরাতের জন্যে সাধারণ কর্মসূচি

প্রথম দিন

১। তেলাওয়াত, দোয়া, উদ্বোধনী ভাষণ।

২। আলোচ্যসূচির ওপর চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে সাব-কমিটি গঠন।

৩। রাত্রে বিভিন্ন স্থানে সাব কমিটিগুলোর পৃথক পৃথক অধিবেশন।

দ্বিতীয় দিন

১। তেলাওয়াত ও দোয়া।

২। বিগত বছরের সিদ্ধান্তের ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের রিপোর্ট।

৩। বর্তমান বছরের বাজেটে প্রবৃদ্ধির সংবাদ। বাতিলকৃত প্রস্তাবসমূহের রিপোর্ট্

৪। সাব-কমিটির রিপোর্ট ও পরামর্শ।

৫। আজ যুহর ও আসরের নামাযের পরে দ্বিতীয় অধিবেশন। দোয়ার পরে প্রথম কার্যক্রম চলতে থাকবে।

তৃতীয় দিন

১। তেলাওয়াত ও দোয়া

২। সাব-কমিটির রিপোর্ট ও পরামর্শ

৩। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া।

সুত্র সমূহ :

১। কুরআন করীম

২। নবী করীম (স:)-এর হাদীস

৩। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তানের কাওয়ায়েদ ও যওয়াবেত

৪। কাওয়ায়েদ ও যওয়াবেত, তাহরীকে জাদীদ এবং Rules and regulations of Tahrik-e-jadid

৫। হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব কর্তৃক প্রণীত 'সওয়ানেহ ফযলে উমর' দ্বিতীয় খন্ড।

৬। আল্ হাকাম, কাদিয়ান ও দৈনিক আল্ ফযল।

৭। ১৯২২ সন থেকে ১৯৬৭ সন পর্যন্ত ছাপানো মজলিসে মুশাভিরাতের রিপোর্ট।

৮। ১৯৬৮-১৯৮৪ সন পর্যন্ত মজলিসে মুশাভিরাতের রিপোর্ট যা ছাপা হয় নি।

৯। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:)-এর ১৯৯২ সনের মজলিসে শূরা উপলক্ষ্যে বেলজিয়ামে প্রদত্ত ভাষণ।

১০। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:)-এর জুমুআর খুতবা।

[২, ৩০ এপ্রিল ও ৭ মে ১৯৯৩; ১৫ এপ্রিল, ২৯ এপ্রিল ও ৬ মে ১৯৯৪; ৩১ মার্চ ও ২৮ এপ্রিল ১৯৯৫; ২৯ মার্চ ১৯৯৬; ২৮ মার্চ ১৯৯৭; এবং ২৭ মার্চ ১৯৯৮]

Ahmadi Jamaate Shoorar Byabostha

(System of Counceling in Ahmadi Jamaat)

Collected by:

Mohtarim Chowdhury Hamidullah

Wakil-e-Ala

Tahrik-e-Jadid Anjuman-e-Ahmadiyya

Translated by:

Al-Haj Mohammad Mutiur Rahman

Published by:

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh

4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh